স্বাবলম্বী

স্বাবলম্বী, ৩৯বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২

স্বাবলম্বী

স্বাবলম্বী ৩৯ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা
জানুয়ারী-জুন ২০২২

সম্পাদনা উপদেষ্টা
মো: ইয়াকুব হোসেন
মো: মাসুদ হাসান
রনদা প্রসাদ সাহা
মুস্তাফিজুর রশিদ মৃধা
মো: মাসুদ রায়হান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
রিজওয়ান আহমেদ

কম্পোজিশনে
উম্মে সালমা

প্রকাশক
মো: ইয়াকুব হোসেন
নির্বাহী পরিচালক
ভার্ক।

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারী ও সাংগঠনিক অন্যান্য কার্যক্রমের কারণে আমরা আমাদের নিয়মিত প্রকাশনা **"স্বাবলম্বী"** বিগত বছরগুলোতে প্রকাশ করতে পারিনি। তবে এখন থেকে আমরা এই প্রকাশনাটি নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে যাচ্ছি। উক্ত প্রকাশনাটির জন্য আমাদের প্রিয় সকল শুভাকাঙ্ক্ষীর নিকট থেকে লেখা, অভিজ্ঞতা এবং সার্বিক সহযোগিতা আশা করছি।

VERC

আমাদের কথা

স্বাবলম্বী একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এর প্রতি সংখ্যায় যেমন উক্ত সময়কালের অন্তর্ভূক্ত দেশীয় ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ঘোষিত বিশেষ দিবসগুলোকে লক্ষ্য রেখে তথ্য পরিবেশন করা হয় তেমনি পানি-পয়নিস্কাশন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, ঋণ প্রভৃতি বিষয়ক বিভিন্ন অগ্রগতি, নতুন নতুন পদক্ষেপ ও সচেতনতামূলক বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করা হয়। জানুয়ারি থেকে জুন ২০২২ এই ছয় মাস সময়কালের অন্তর্ভূক্ত গুরুত্বপূর্ণ দিবস ও মাস হলো ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবস, ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস, ১ বৈশাখ বাংলা নববর্ষ ও ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে স্বীকৃত। ভার্ক সবসময়ই টেকসই সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে। তাই সকল প্রকল্পেই ভার্ক জনগণের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণকে টেকসই সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত বলেই বিশ্বাস করে।

স্বাবলম্বীর প্রতিটি সংখ্যায়ই আমরা চেষ্টা করে থাকি বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত সাধারণ জনগণের সচেতনতার সিদ্ধান্তমূলক তথ্য উপস্থাপন করতে ও প্রকল্প বিষয়ক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সকলকে জানাতে। তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি ও বেসকারি বিভিন্ন সংস্থা এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালন করলেও আমরা মনে করি এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে এলেই ঐ সব সুবিধা বঞ্চিত জনগণকে এই সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব।

সূচিপত্রঃ

আমাদের কথা ১
শ্রদ্ধাঞ্জলী
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১০২তম জন্মবার্ষিকীতে ভার্কের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলী ২
আমাদের কর্মবার্তা
খাদ্য নিরাপত্তায় বড় বাধা জলবায়ু পরিবর্তন ৩
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আদর্শ এবং জীবনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৪
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ৫
ও জাতীয় শিশু দিবস পালন
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন ৮
ভার্কের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ৯
মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প ১২
কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ভার্কের পদক্ষেপ ১৩
টেকসই দারিদ্র্য নিরসনে ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের বিকল্প নাই ১৪
নারী নেতৃত্বে খোলা পায়খানামুক্ত কমিউনিটি ১৬
ভার্ক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জুরিখ ফ্লাড রেজিলিয়েন্স প্রকল্প ১৭
রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ভার্কের কার্যক্রম ১৭
সাফল্য গাঁথা
অবশেষে সুদিন ফিরে পেল রশিদা ১৯
বন্যার মাঝেও লিপির একাগ্রতা স্বপ্ন পূরণের পথ দেখায়! ২০
ভার্ক-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির কারণে তিনি আজ সেবক ২১
স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য মনের ইচ্ছা শক্তিই যথেষ্ট ২২
নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে একটি শিশু দেশের সম্পদ হতে পারে ২৩
'স্বপ্ন' তার জৈব সারের ছোঁয়ায় সমাজকে আলোকিত করা ২৪
আইজিএ ঋণ নিয়ে উদ্যোক্তা ইউনুস এখন সুদিনের স্বপ্ন দেখছে ২৫
পুরানো দিনের স্মৃতি
'পুঁথি' এসিসিইউ পুরস্কারে ভূষিত ২৭
স্বাবলম্বী'র অগ্রযাত্রা: শেখ আবদুল হালিম ২৭
স্বাস্থ্য বার্তা
গর্ভকালীন বিষণ্নতায় করণীয় ২৯
পরিবেশ বার্তা
শুকিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের বড় ছয় নদী ৩০
'পরিবেশ বান্ধব জ্বালানির জন্য কৃত্রিম সূর্য' আবিষ্কার ৩১
প্রযুক্তি বার্তা
ক্লাউড সেবা কী? কেন ব্যবহার করবেন ৩২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১০২তম জন্মবার্ষিকীতে ভার্কের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলী

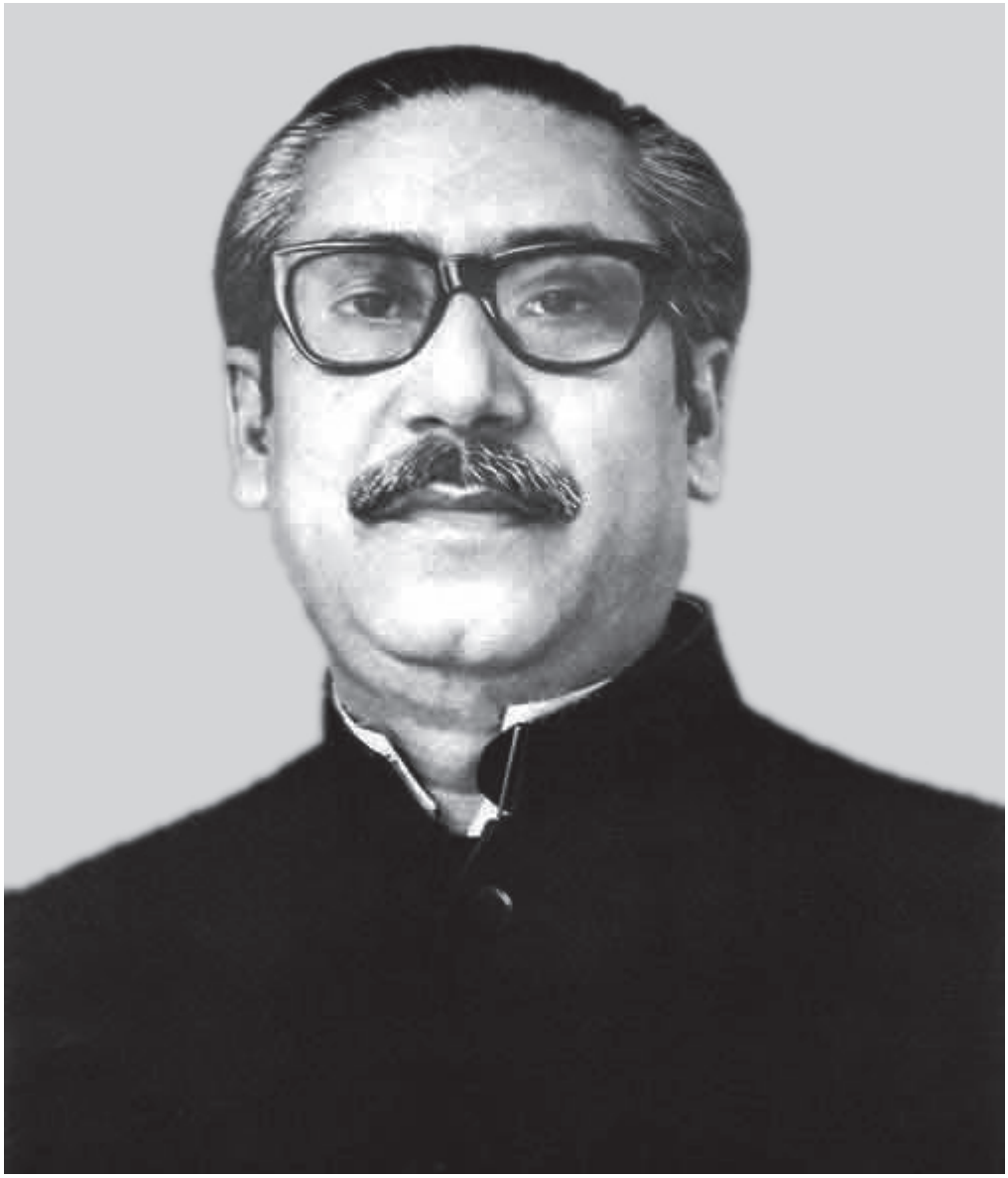

যতকাল রবে পদ্মা, মেঘনা
গৌরী, যমুনা বহমান
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।

খাদ্য নিরাপত্তায় বড় বাধা জলবায়ু পরিবর্তন

নিজামুল হক

প্রকাশ : ১৬ অক্টোবর ২০২২, দৈনিক ইত্তেফাক

স্বাধানীতার পরবর্তী বছর থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ধারাবাহিকভাবে শস্য উৎপাদন বেড়েছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে উৎপাদনের এ ধারাবাহিকতা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ইতিমধ্যে কিছু কিছু ফসলের উৎপাদন কমে গেছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বলছে, জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং টেকসই উন্নয়ন অর্জনের ক্ষমতাকে হুমকির মুখে ফেলেছে। উৎপাদনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য আরো নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন ও ফলন পার্থক্য কমানোর কথা বলছেন কৃষি বিজ্ঞানীরা। তারা বলছেন, জলবায়ুর পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় ইস্যু খাদ্য নিরাপত্তা। নতুন জাত উদ্ভাবন করে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

বিশ্ব জুড়ে শুধু খাদ্যের অভাবেই প্রতি চার সেকেন্ডে একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করছে বলে সম্প্রতি জাতিসংঘের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করেছে ৭৫টি দেশের ২৩৮টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতিদিন ১৯ হাজার ৭০০ জন মানুষ ক্ষুধায় মারা যায়। এই মুহূর্তে বিশ্বের ৩৪ দশমিক ৫ কোটি মানুষ তীব্র খাদ্য সংকটে ভুগছে। বিশ্বের যখন এই পরিস্থিতি, তখন খাদ্য নিরাপত্তার দিকে জোর দিতে বলেছেন বিশেষজ্ঞরা। আর খাদ্য নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় বাধা জলবায়ু পরিবর্তন কিভাবে মোকাবিলা করে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো যায় সে পরিকল্পনা করতে হবে।

নেচার ফুড জার্নালে প্রকাশিত একটি নতুন সমীক্ষা অনুসারে, জলবায়ু পরিবর্তনের ২০৩০ সালের প্রথম দিকে ভুট্টা (ভুট্টা) এবং গমের উৎপাদনকে প্রভাবিত করতে পারে। ভুট্টার ফসলের ফলন ২৪ শতাংশ হ্রাস পাবে বলে এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়।

কৃষি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বীজের গজানো, পরাগায়ন, ফুল ও ফল ধরা, পরিপক্বতা হতে সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত ও সূর্যের আলো দরকার। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দীর্ঘ সময় খরা থাকছে। অথবা অসময়ে বৃষ্টিপাত হচ্ছে, হচ্ছে বন্যা। শীতকাল কম হচ্ছে বা বেশি হচ্ছে। এভাবে ফসল ফলানোর জন্য উপাদানগুলো পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু বীজ বপন ও চারা রোপণের সময় পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। ফলে শস্য উৎপাদনে নানামুখী সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। কৃষকরাও আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। কৃষি বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলবায়ুর কারণে গড় তাপমাত্রা বেড়েছে। আর এ কারণে গম, ছোলা, মসুর, মুগ ডালসহ কিছু কিছু ফসলের উৎপাদন কমে গেছে।

গবেষকরা বলছেন, গমের বীজ গজানোর তাপমাত্রা প্রয়োজন ১৫-২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এর কম-বেশি হলে বীজ গজাবে না। গম পাকার সময়ে আর্দ্রতা বেশি ও ঘন কুয়াশা থাকলে ব্লাক পয়েন্ট রোগ হবে। পাশাপাশি ফলনও কম হবে। কৃষিবিজ্ঞানীরা বলছেন, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ২০৫০ সাল পর্যন্ত ১ মিটার বাড়তে পারে। এর প্রভাবে হাজার হাজার হেক্টর উর্বর জমি স্থায়ীভাবে হারিয়ে যেতে পারে। আর এতে ব্যাপকভাবে কমে যাবে ধান, গম, আখ, পাট, মটরসহ রবিশস্য উৎপাদন।

কৃষি গবেষকদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। ধানে রোগ ও পোকার আক্রমণ হচ্ছে। কাজেই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব পড়বে দেশের কৃষি এবং খাদ্য নিরাপত্তার ওপর।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস ইত্তেফাককে বলেন, খাদ্য নিরাপত্তার বড় ঝুঁকি বৈশ্বিক জলবায়ুর প্রভাব। তাই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে। এছাড়া মাঠে যেসব জাত রয়েছে তার ফলন ২০ শতাংশ কম। তাই ফলন পার্থক্য কমাতে হবে। এতে খাদ্য উৎপাদন বর্তমানের চেয়ে ২০ শতাংশ বাড়বে। যা খাদ্য নিরাপত্তা ভালো কাজ করবে।

কৃষি অর্থনীতিবিদ ও একুশে পদকপ্রাপ্ত গবেষক জাহাঙ্গীর আলম খান ইত্তেফাককে বলেন, গত বছর বিশ্বে সবচেয়ে দীর্ঘ খরা ছিল। এটা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই হয়েছে। দীর্ঘ খরা কৃষির ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। এই গবেষক আরো বলেন, খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক রাজনীতিও নির্ভর করে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে লবণের প্রভাবও বাড়ছে। যে জাতগুলো রয়েছে সেগুলোও অতিরিক্ত লবণ মাটিতে কাজ করছে না। এ কারণে আরো লবণাক্ততা সহনশীল জাতের উদ্ভাবন করতে হবে। চাষ পদ্ধতির পরিবর্তন আনতে হবে। নতুন শস্য পর্যায় উদ্ভাবন করতে হবে। পানি কম লাগে এমন ফসলের চাষ করতে হবে। অল্প চাষ বা বিনা চাষে উৎপাদন পদ্ধতিকে উৎসাহিত করে উপযোগী ফসলের চাষ করতে হবে, বন্যা মোকাবিলা সক্ষম ধানের পাশাপাশি সবজি ও অন্যান্য ফসলের চাষ করা সম্ভব। তাপমাত্রা সহনশীল ফসলের জাতের চাষ করতে হবে, বালাই সহনশীল ফসলের চাষ এবং ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আদর্শ এবং জীবনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

সেদিন ছিল মঙ্গলবার ১৯২০ইং সালের ১৭ মার্চ রাত ৮.০০ দিকে মা সায়েরা খাতুনের কোল আলোকিত করে আসেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। পরাধীনতার নিকষ অন্ধকারে ডুবে থাকা বাঙালি জাতির মুক্তির দূত হয়ে পৃথিবীতে আসেন একটি শিশু। সেদিনের সেই শিশুই আজ অবিসংবাদিত নেতা বাঙ্গালি ও বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আজ সেই মহানায়ক-এর জন্মদিন এবং জাতীয় শিশু দিবস। শুভ জন্মদিন জাতির পিতা। আজ বাঙ্গালি জাতির আনন্দে পুলকিত হওয়ার দিন। মুক্তিযুদ্ধের এই মহানায়ক ফরিদপুর জেলার তৎকালীন গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকালে খোকা নামে পরিচিত সেই শিশুটি পরবর্তী সময়ে হয়ে ওঠেন নির্যাতিত-নিপীড়িত বাঙালি জাতির মুক্তির দিশারি। গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, আত্মত্যাগ ও জনগণের প্রতি অসাধারণ মমত্ববোধ-এর কারণেই পরিণত বয়সে হয়ে উঠেন বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিশোর বয়সেই সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তৎকালিন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগদানের কারণে প্রথমবার কারাবরণ করেন। ৫২-এর ভাষা-আন্দোলন, ৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬-এর ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান পেরিয়ে ৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে ৯ মাসব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় স্বাধীনতা। বিশ্ব মানচিত্রে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের প্রেরণার উৎস তাঁর কর্ম ও আদর্শ চিরকাল আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবে। বঙ্গবন্ধু কেবল বাঙালি জাতির নন তিনি বিশ্বের নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের স্বাধীনতার প্রতীক, মুক্তির দূত। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শিশু - কিশোরদের অসম্ভব ভালোবাসতেন। সংগ্রামী এই নেতা ছিলেন শিশুর মতো কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তাঁর বুক ভরা ছিল সমুদ্র সমান ভালোবাসা। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনটি তাই একদিকে যেমন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মহোত্তম দিন। অন্যদিকে শিশু-কিশোরদের আনন্দের দিন। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিবে আজকের শিশুরাই। আসুন দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব শিশুদের কল্যাণে উৎসর্গ করি। সবাই মিলে জাতির পিতার অসাম্প্রদায়িক ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখি-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ি। আজকের দিনে এই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

পরিশেষে সকল শিশুকে নিয়মিত স্কুলে আসার আহ্বান ও সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এম. আলম তালুকদার
সহকারী পরিচালক (ভার্ক), ভোলাহাট এলাকা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন

ভূমিকা:

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা মোসাম্মৎ সাহারা খাতুনের চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে তৃতীয় সন্তান শেখ মুজিবুর রহমান। এ বছর ১৭ মার্চ ২০২২ তারিখে তার ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস দেশ ব্যাপি সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগে পালিত হয়েছে। একটি জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারী সংস্থা হিসেবে ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও জাতির জনকের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক বিভিন্ন আয়োজন ও অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে তার ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন করেছে।

অনুষ্ঠানমালা:

১. সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে আলোক সজ্জাকরণ ও ড্রপ-ডাউন ব্যানার টাঙ্গানো।
২. জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পূষ্পার্ঘ অর্পণ।
৩. সকল শাখা ও প্রকল্প কার্যালয়ে ড্রপ-ডাউন ব্যানার টাঙ্গানো।
৪. ভার্ক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিশুদের পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো।
৫. ভার্ক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিশুদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন।
৬. বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান।

সংস্থার প্রধান কার্যালয় আলোক সজ্জাকরণ:

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ড্রপ-ডাউন ব্যানার টাঙ্গানো হয়। এ দিবসটি উপলক্ষ্যে বিগত ১৭/০৩/২০২২ তারিখে জাতির জনকের জন্মবার্ষিকী এবং ২৬/০৩/২০২২ তারিখ স্বাধীনতা দিবসে আলোকসজ্জা করা হয়।

জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে পূষ্পার্ঘ অর্পণঃ

সংস্থার সকল শাখা ও প্রকল্প কার্যালয় হতে উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন স্বরূপ স্থানীয় পর্যায়ে তার প্রতিকৃতিতে পূষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়েছে।

সকল শাখা ও প্রকল্প কার্যালয়ে ড্রপ-ডাউন ব্যানার টাঙ্গানো

দিনটি উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা ও প্রকল্প কার্যালয়ে দৃষ্টিগোচর স্থানে ড্রপ-ডাউন ব্যানার টাঙ্গানো হয়েছে।

ভার্ক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিশুদের পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানোঃ

সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় পরিচালিত ভার্কের ৭০টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিশুদের পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো হয়েছে।

ভার্ক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিশুদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন

দিবসটি যথাযথ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে উদযাপন উপলক্ষ্যে ভার্কের ৭০টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিশুদের অংশগ্রহণে পৃথকভাবে প্রত্যেক কেন্দ্রে চিত্রাংকন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ী শিক্ষার্থীসহ সকল শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করা হয়। শিশুরা বঙ্গবন্ধু, ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা এই তিনটি বিষয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রতিটি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিশুরা ন্যূনতম তিনটি খেলায় অংশগ্রহণ করে। খেলাসমূহের মধ্যে ছিল দৌড়, বিস্কুট দৌড়, বাস্কেটে বল নিক্ষেপ ইত্যাদি। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা:

চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা:

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান:

বঙ্গবন্ধু উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদানঃ

ভার্কের ঋণ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের সন্তান যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়ে মেডিকেল কলেজ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করছে তাদের শিক্ষা গ্রহণে প্রণোদনা দেয়ার লক্ষ্যে বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর হতে বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। জাতির জনকের ১০২তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিগত ১৭/০৩/২০২২ তারিখে বিভিন্ন এলাকার মোট ৮ জন শিক্ষার্থীকে (জুলাই '২১ হতে ডিসেম্বর '২১ মেয়াদে) ৬ মাসের বৃত্তির অর্থ এককালীন প্রদান করা হয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন

বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ই মার্চ দিনটি জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। দিনটি যথাযথভাবে উদ্‌যাপন করার জন্য ভার্কের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপনের নির্দেশনা দেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী ভার্ক ভোলাহাট এলাকার সকল শাখা অফিস ও উপজেলা প্রশাসন এর সাথে সমন্বয় করে জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদ্‌যাপিত হয়। জাতীয় শিশু দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে ভার্ক ভোলাহাট এলাকায় সকল শাখা অফিসের "ভার্ক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে" অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতার আয়োজন, বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলার প্রতিযোগিতার আয়োজন, অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ, খেলাধূলায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ, জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান এর আদর্শ এবং জীবনী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

জাতীয় সংগীত ও পিটি প্যারেড-এর মাধ্যমে কর্মসূচির আনুষ্ঠানিকতা শুরু করা হয়।

ভার্কের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

ভূমিকা:

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে (কাল রাত) তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করে। ২৫ মার্চ রাতে গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে এক তার বার্তায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৬ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে এম এ হান্নান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। ১৯৭২ সালের ২২ জানুয়ারি প্রকাশিত এক সরকারি প্রজ্ঞাপনে এই দিনটিকে বাংলাদেশের জাতীয় দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের ঘোষণা প্রদান করা হয়।

ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) একটি জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে তার প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস যথাযথ তাৎপর্য বজায় রেখে পালন করে আসছে। বিগত বছর গুলোর ন্যায় এবছরও গুরুত্বের সাথে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করেছে।

অনুষ্ঠানমালা:

১) সংস্থার প্রধান কার্যালয় আলোকসজ্জাকরণ ও ড্রপ-ডাউন ব্যানার টাঙ্গানো;

২) জাতীয় ও স্থানীয় স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ;

৩) সকল শাখা ও প্রকল্প কার্যালয়ে ড্রপ-ডাউন ব্যানার টাঙ্গানো; এবং

৪) এরিয়া ভিত্তিক স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা।

সংস্থার প্রধান কার্যালয় আলোকসজ্জাকরণ ও ড্রপ-ডাউন ব্যানার টাঙ্গানো:

সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ড্রপ-ডাউন ব্যানার টাঙ্গানো হয়। এ দিবসটি উপলক্ষ্যে বিগত ১৭/০৩/২০২২ তারিখে জাতির জনকের জন্মবার্ষিকী এবং ২৬/০৩/২০২২ তারিখ স্বাধীনতা দিবসে আলোকসজ্জা করা হয়।

জাতীয় ও স্থানীয় স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ:

ভার্ক প্রধান কার্যালয় হতে সাভার এনজিও সমন্বয় পরিষদের সাথে সমন্বয় করে স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত বীর শহীদদের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা জানাতে জাতীয় স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এছাড়া শাখা ও এরিয়া কার্যালয় হতে উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে স্থানীয় স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

সকল শাখা ও প্রকল্প কার্যালয়ে ড্রপ-ডাউন ব্যানার টাঙ্গানো:

দিনটি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা ও প্রকল্প কার্যালয়ের দৃষ্টিগোচর স্থানে ড্রপ-ডাউন ব্যানার টাঙ্গানো হয়।

এরিয়া ভিত্তিক স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বিগত ২৬/০৩/২০২২ তারিখে একই দিনে ভার্কের ঋণ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত ১৩টি এরিয়ায় দিনব্যাপী গাইনী ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক ফ্রি স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়েছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ক্যাম্প উদ্বোধন করা হয়। প্রতিটি ক্যাম্প গাইনী ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ২জন ডাক্তার স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করেন এবং সেবা গ্রহণকারী সকল রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা হয়। সকাল ৯.০০টা হতে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত ক্যাম্প পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি ক্যাম্পের দায়িত্বরত ডাক্তারগণ আন্তরিকতার সাথে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছেন এবং সেবা ও ঔষধ গ্রহণ করে রোগীরা তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। প্রতিটি ক্যাম্পে আশানুরূপ রোগীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন এলাকায় আয়োজিত স্বাস্থ্য ক্যাম্পে মোট ১,৯১৫ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে নারী-১৩৮৩ জন, শিশু-৪৮০ জন এবং পুরুষ-৫২ জন। এরিয়া ভিত্তিক রোগীর উপস্থিতি নিম্নরূপ।

ক্রমিক নং	এরিয়ার নাম	জেলার নাম	রোগীর সংখ্যা			
			নারী	শিশু	পুরুষ	মোট
০১	ভোলাহাট	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৪১	৩৮	০৮	২৮৭
০২	সৈয়দপুর	নীলফামারী	১৩৫	৪২	০০	১৭৭
০৩	মান্দা	নওগাঁ	১৪১	২৪	০০	১৬৫
০৪	মোহনপুর	রাজশাহী	৬২	৫০	০০	১১২
০৫	কালিয়াকৈর	গাজীপুর	১৩৬	২৩	০২	১৬১
০৬	সাভার	ঢাকা	৮৪	৪৭	০০	১৩১
০৭	সিংগাইর	মানিকগঞ্জ	১১৫	৬৫	১৩	১৯৩
০৮	বন্দর	নারায়নগঞ্জ	৪৫	৩৫	০০	৮০
০৯	সোনারগাঁ	নারায়নগঞ্জ	৫১	৪২	১০	১০৩
১০	মাধবদী	নরসিংদী	৮৩	৩১	০০	১১৪
১১	সরাইল	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১০১	২২	১৫	১৩৮
১২	লাকসাম	কুমিল্লা	১১৬	২০	০০	১৩৬
১৩	সিতাকুন্ড	চট্টগ্রাম	৭৩	৪১	০৪	১১৮
	মোট		১,৩৮৩	৪৮০	৫২	১,৯১৫

স্বাস্থ্য ক্যাম্প উদ্বোধনঃ

চিকিৎসা সেবাঃ

ওষুধ বিতরণঃ

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্প

গত ২৬শে মার্চ ২২ইং মহান স্বাধীনতা দিবসে ভোলাহাট এলাকায় সাধারণ জনগণের চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট উপজেলায় আম ফাউন্ডেশনে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পের আয়োজন করে। উক্ত স্বাস্থ্য

সেবা ক্যাম্পে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব মোঃ মোজাম্মেল হক (চুটু), নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান, দল দলি ইউনিয়ন পরিষদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ পিয়ার জাহান, নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান, ভোলাহাট ইউনিয়ন পরিষদ। আরও উপস্থিত ছিলেন মোঃ কামাল উদ্দিন সহ-সভাপতি ভোলাহাট আমফাউন্ডেশন। ভার্কের প্রধান কার্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খন্দকার হাসান আল বান্না, উপ-পরিচালক। স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পে আরও উপস্থিত ছিলেন ভার্ক ভোলাহাট এলাকার সকল শাখার ব্যবস্থাপকগণ, হিসাব রক্ষকগণ, সিনিয়র প্রোগ্রাম অর্গানাইজারগণ (স্বাস্থ্য)। স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মোঃ মনজুর আলম তালুকদার, সহকারী পরিচালক, ভার্ক, ভোলাহাট এলাকা। সঞ্চালক প্রথমে উপস্থিত সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে স্বাস্থ্য সেবা ক্যাম্পে স্বাগত বক্তব্য রাখার জন্য খন্দকার হাসান আল বান্না, উপ-পরিচালককে অনুরোধ করেন। খন্দকার হাসান আল বান্না তার স্বাগত বক্তব্যে ভার্কের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থিত সকলকে অবহিত করেন। ভার্কের লক্ষ্য, মিশন ও ভার্ক যে একটি সেবামূলক সংস্থা তা উপস্থিত সকলের মাঝে তুলে ধরেন।

তারপর সঞ্চালক স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পের প্রধান অতিথিকে তার মূল্যবান বক্তব্য ও স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে ভার্কের বিগত দিনে ভোলাহাট এলাকায় মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেন। ভোলাহাট এলাকায় বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পের আয়োজন করার জন্য প্রধান অতিথি ভোলাহাট এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে ভার্ক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান এবং স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

২৬/০৩/২০২২ ইং তারিখে সকাল ৯:০০ হতে বিকাল ৪:৩০ মিনিট পর্যন্ত স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পে দুইটি ইউনিটে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। একটি হলো গাইনী ইউনিট ও অপরটি হলো শিশু ইউনিট। সর্বমোট ২৮৭ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়। তাদের মধ্যে নারী রোগীর সংখ্যা ২৪১ জন, পুরুষ রোগীর

সংখ্যা ৮ জন এবং শিশুরোগীর সংখ্যা ৩৮ জন।

স্বাস্থ্যসেবা ক্যাম্পে ভোলাহাট বিভিন্ন এলাকা হতে আগত রোগীদের মাঝে চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপত্র ও পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ বিতরণ করা হয়।

ভোলাহাট এলাকাবাসী তাদের দারপ্রান্তে স্বাস্থ্যসেবা পেয়ে খুব খুশি ও আনন্দিত। ভোলাহাটবাসী মহান স্বাধীনতা দিবসে এমন আয়োজনের জন্য ভার্ক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

এম. আলম তালুকদার
সহকারী পরিচালক (ভার্ক)
ভোলাহাট এলাকা।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ভার্কের পদক্ষেপ

কোভিড-১৯ সারা বিশ্বে মহামারীর মতো এক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশও এই মহামারীর শিকার হয়। বাংলাদেশ সরকার এই রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য দেশব্যাপী লকডাউন আরোপ করেছিল। সরকারের সাথে সাথে ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) কোভিড-১৯ এর দীর্ঘমেয়াদী আর্থ-সামাজিক এবং মানবিক বিপর্যয়ের প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ভার্কের লক্ষ্য ছিল মানুষের মধ্যে সংক্রমণ বিস্তার প্রতিরোধ করা। অসহায় জনগোষ্ঠির মাঝে কোভিড-১৯ এর প্রভাব হ্রাস করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলন করা। ভার্ক কোভিড-১৯ এর ঝুঁকিপূর্ণ ১৯টি জেলার ৬০টি উপজেলায় অর্থাৎ ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজশাহী, চাপাঁইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, কুড়িগ্রাম, কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি এবং কক্সবাজার এর মোট ৩,০৭১.২৫৯ জন (প্রত্যক্ষ ২,০৭১,২৫৯ ও পরোক্ষ ১,০০০,০০০) উপকারভোগীর সাথে কাজ করেছে।

ভার্ক কোভিড-১৯ সম্পর্কিত কার্যক্রমগুলো ওয়াটার এইড বাংলাদেশ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ইউনিসেফ, সিডা, এসডিসি, প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন বাংলাদেশ, ওয়াটার ডট ও.আর.জি, সেইভ দ্যা চিলড্রেন বাংলাদেশ এবং ফ্যানসা বাংলাদেশ এর আর্থিক সহযোগিতায় বাস্তবায়ন করেছে।

কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের পর থেকে ভার্ক করোনা প্রতিরোধে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করেছে যেমন: খানা পরিদর্শন, উঠান বৈঠক, মসজিদে অধিবেশন, মাস্ক বিতরণ, জীবাণু মুক্তকরণের জন্য সাবান ও ব্লিচিং পাউডার বিতরণ, হাত ধোয়ার প্রযুক্তি স্থাপন, খাদ্য সামগ্রী বিতরণ ইত্যাদি।

অর্জনসমূহ:

▪ লাউডস্পীকার/মাইকিং এর মাধ্যমে গণ সচেতনতা বৃদ্ধি করা	:	২৩৬
▪ কোভিড-১৯ আচরণ পরিবর্তন সংক্রান্ত সচেতনতা বার্তা প্রচার	:	৬৮২,৫০২
▪ সচেতনতা বৃদ্ধি প্রচারাভিযান এবং আলোচনা	:	৯৭০
▪ স্থানীয় টিভি নেটওয়ার্কে কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সচেতনতামূলক বার্তা সম্প্রচার	:	৫০০,০০০
▪ পোস্টারের মাধ্যমে সচেতনতামূলক বার্তা বিতরণ	:	২০০
▪ ডিসপ্লে ম্যাসেজ এবং বিলবোর্ড স্থাপন	:	১৪২
▪ খানা, কমিউনিটি ক্লিনিক, মসজিদ, বাজার এবং সার্বজনীন স্থানে জীবাণুমুক্তকরণ	:	২২,৯১৭
▪ বাজার/পাবলিক স্থানে জীবাণুমুক্তকরণ অভিযান পরিচালনা	:	৫৪৪
▪ কাপরের মাস্ক এবং সার্জিক্যাল মাস্ক বিতরণ	:	৫০০,০০০
▪ হাত ধোঁয়ার প্রযুক্তি স্থাপন	:	৬,৭৯৪
▪ হাইজিন কীট এবং সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণ	:	২৯,৫৬৯
▪ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ	:	২,০০০
▪ সাবান বিতরণ	:	২,০০০

টেকসই দারিদ্র্য নিরসনে ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের বিকল্প নাই

সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমের উদ্যোগ ব্যতীত দীর্ঘমেয়াদে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। দারিদ্র্য লাঘবে ক্ষুদ্রঋণ ও

ক্ষুদ্র অর্থায়নের অবদানকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নাই। তবে শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজন সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম।

সরাসরি মাঠে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া ছাড়া টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। এর মূল কারণ হলো বহুমুখী দারিদ্র্য। সু-শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্য সমস্যা, পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যা, জলবায়ু পরিবর্তন ও বেকার সমস্যা এখনও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা। শুধুমাত্র ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এত সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থকরী কর্মকান্ডে উৎসাহ প্রদান করা গেলেও অনেকেই ব্যর্থ হচ্ছেন। এই ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হলো সু-শিক্ষার অভাব ও পরিবেশ অনুকুলে না থাকা। সাম্প্রতিক করোনাকালে আরও কিছু লোক নতুন করে দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে গিয়েছেন। অনেকেই তাদের পূর্বের

পেশা পরিবর্তন করে নিম্নগামী পেশায় যুক্ত হয়েছেন। তাদের পুনরায় দারিদ্র্য সীমা থেকে বের করতে প্রয়োজন হবে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ার। যা বর্তমান প্রেক্ষাপটেও কঠিনতর।

আমাদের সমাজে এখনও বেশি অবহেলা ও দারিদ্র্যতার শিকার মেয়েরা। এটা সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয় গ্রাম পর্যায়ে। গ্রামে এখনও একটি মেয়ের আঠারো বছর হওয়ার পূর্বেই বিয়ে দেওয়া হয়। আর এই বাল্য বিবাহের সাথে অল্প বয়সে মা হওয়ার বিষয়টিতো আছেই। এটা রোধ করা খুবই জরুরি।

ঋণ কার্যক্রমে যারা উদ্যোক্তা হচ্ছেন তারা কতটুকু কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারছেন এটা দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মাঠের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, যারা প্রকৃত পক্ষে উদ্যোক্তা হচ্ছেন তারা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কর্মসংস্থান তৈরী করতে পারছেন না। এখানে যে সকল কর্মে

অধিক কর্মসংস্থান তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেই সকল প্রকল্পে বিনিয়োগ অধিক হারে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিন্তু এক্ষেত্রে তহবিল ঘাটতি ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি বড় সমস্যা। বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকগুলো আকারে বড় (এমএফআই) প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থায়ন করতে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে। আবার অনেক বড় (এমএফআই) প্রতিষ্ঠান প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের থেকে বাণিজ্যিক এলাকায় বিনিয়োগে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে। সমন্বিত উন্নয়ন বাস্তবায়ন করতে গেলে প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের অধিক প্রাধান্য দিতে হবে এবং ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মধ্যে আরও বৈচিত্র্যময় বিনিয়োগ করে দারিদ্র্য বিমোচনের গতি ত্বরান্বিত করতে হবে। এছাড়া আরও একটি অতি জরুরি বিষয় হলো, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তা রোধ করতে দ্রুত কার্যকরি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

কিভাবে হতে পারে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম?

প্রচলিত ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া এলাকা নির্বাচন করতে হবে। এরপর সংশ্লিষ্ট কর্মএলাকায় সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে জনগণকে সাথে নিয়ে প্রতিটি সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। এখানে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পিছিয়ে পড়া এলাকায় যেমন কিছু সমস্যা থাকবে আবার কিছু সম্পদও থাকবে। প্রথম প্রচেষ্টা থাকবে নিজেদের সম্পদ দিয়ে নিজেদের সমস্যা নিরসন। যে সকল সমস্যাগুলো নিজেদের সম্পদ দিয়ে সমাধান সম্ভব নয় সেগুলোকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে হবে।

সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যে সকল কার্যক্রমকে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন -অর্থের যোগান ও পুঁজি গঠন (ঋণ কার্যক্রম), স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নিশ্চিতকরণ, শিক্ষা কার্যক্রম, কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরী, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরী (ঋণ কার্যক্রম) এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা সমাধান ও মহামারী মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণ ইত্যাদি। সমন্বিত উন্নয়নের সবগুলো কার্যক্রম প্রয়োজন অনুযায়ী একই সাথে একই এলাকায় বাস্তবায়ন করতে হবে। তাহলে একটা সময় কমিউনিটি-ই তাদের নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে শিখে যাবে যা টেকসই উন্নয়নের নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমে ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) এর কার্য প্রক্রিয়া –

ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমে বিশ্বাস করে। ভার্ক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও দারিদ্র্য বিমোচনে দেশি বিদেশি দাতা গোষ্ঠীর সহায়তায় দেশের মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে এর জন্মলগ্ন থেকে অদ্যাবধি কাজ করে যাচ্ছে।

ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পয়ঃনিষ্কাশন, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও উন্নয়ন গবেষণার মাধ্যমে ভার্ক তার প্রায় প্রতিটি কর্মএলাকায় কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ভার্ক সরকারের পাশাপাশি সহায়তা প্রদান করে আসছে। সম্প্রতি করোনাকালে ভার্ক-এর প্রতিটি কর্মএলাকায় জনগণকে সচেতন করার পাশাপাশি মাস্ক বিতরণ ও জীবাণু প্রতিরোধক স্প্রে প্রদান ও কর্মএলাকার জনগণকে টিকা গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করে করোনা মোকাবেলায় বিশেষ অবদান রেখেছে।

পরিশেষে বলতে চাই, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিকে সামাজিক আন্দোলনের রূপ দিতে হবে। সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমের

মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক বিষয়কে প্রধান্য দিয়ে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

মোঃ আজিম রানা
সহকারী পরিচালক
মাধবদী এরিয়া, ভার্ক।

নারী নেতৃত্বে খোলা পায়খানামুক্ত কমিউনিটি

ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) ইউনিসেফের সহায়তায় Implementation of Cox's Bazar WASH Program following CATS and Promotion of Water Safety Plan under GoB-UNICEF - নামক প্রকল্পটি কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া ও পেকুয়া উপজেলায় বাস্তবায়ন

করছে। এই প্রকল্পের আওতায় চকরিয়া উপজেলার চিরিংগা ইউনিয়ন একটি উল্লেখযোগ্য ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের ০৩নং ওয়ার্ডের আওতায় পূর্ব পালাকাটাউলো ঘোনাপাড়া আর্থ-সামাজিক এবং পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়ন বিবেচনায় একটি বিপদাপন্ন কমিউনিটি। এই কমিউনিটি ১০৪টি খানা নিয়ে গঠিত এবং এই কমিউনিটির বেশীরভাগ জনগণ দৈনিক শ্রমের উপর নির্ভরশীল। ওয়াশ অবস্থা বিশ্লেষণ অনুযায়ী, এই কমিউনিটির ৭০ ভাগ খানা অস্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার এবং স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চলার কারণে বিভিন্ন প্রকার জল ও মলবাহিত রোগে আক্রান্ত হত। এই অবস্থায়, প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ এবং ওয়াটসান কমিটির নেতৃত্বে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উক্ত কমিউনিটির ওয়াশ অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয় এবং এই ওয়াশ অবস্থা বিশ্লেষণের মাধ্যমে জনগণকে তাদের বর্তমান ওয়াশ অবস্থা সম্পর্কে জানানো ও উপলব্ধি করতে সহায়তা করা হয় এবং এই অবস্থা উত্তোরণের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ/প্রজ্জ্বলিত করা হয়। এই অবস্থা উত্তোরণের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ চিহ্নিত করা হয় এবং বাস্তবায়নের জন্য জনগণের মতামতের ভিত্তিতে ০৯ সদস্য বিশিষ্ট "পূর্ব পালাকাটাউলো ঘোনাপাড়া ওয়াশ উন্নয়ন কমিটি" নামে একটি কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন গঠন করা হয়। আশ্চর্যজনকভাবে, এই কমিটির সকল সদস্য নারী এবং এই নারী সদস্যরাই এই অবস্থা থেকে উত্তোরণের জন্য চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। উক্ত কমিটি তাদের প্রথম সভায় একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করেন এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী তারা ওয়ার্ড ওয়াটসান কমিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় করতেন এবং খানা পরিদর্শনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন তৈরী ও ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করতেন। পাশাপাশি, তারা পানির নিরাপদ ব্যবহার ও থানা পর্যায়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর বেশী গুরুত্ব দিতেন। এই কাজ গুলো সুষ্ঠভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করার জন্য প্রকল্পের আওতায় তাদের ওয়াশ বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। খানা পর্যায়ে পরিদর্শনের মাধ্যমে তারা কমিউনিটির জনগণকে স্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহারও স্বাস্থ্যবিধি পালনের গুরুত্ব বোঝাতে সক্ষম হন। তাদের কঠিন পরিশ্রম সত্ত্বেও, কমিউনিটির ৩৫টি খানা, তাদের কোন সামর্থ্য না থাকার কারণে তাদের ল্যাট্রিন উন্নয়ন করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না। এমতাবস্থায়, কমিটির সদস্যবৃন্দ ওয়ার্ড ওয়াটসান কমিটির সাথে যোগাযোগ করেন এবং এই অবস্থা উত্তোরণের জন্য তাদের সহযোগিতা কামনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায়, ওয়ার্ড ওয়াটসান কমিটি প্রয়োজনের ভিত্তিতে ৩৫টি রিং ও ৩৫টি স্লাব প্রদান করে। এইভাবে পূর্ব পালাকাটাউলো ঘোনাপাড়া খোলা পায়খানা মুক্ত কমিউনিটি হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ওয়াটসান কমিটি তদন্ত সাপেক্ষে উক্ত কমিউনিটিকে "খোলা পায়খানা মুক্ত কমিউনিটি" হিসেবে প্রত্যয়ন প্রদান করা হয়। এই কমিউনিটিকে খোলাপায়খানা মুক্ত করতে পেরে কমিটির সদস্যবৃন্দ খুবই আনন্দিত এবং ওয়ার্ড ওয়াটসান কমিটি ও কমিউনিটির জনগণের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। যদিও, প্রকল্পের টীম তাদের সময়মত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন, বিভিন্ন সভার মাধ্যমে তাদের দক্ষতাকে উন্নত করেছিল, তারপরও এই এলাকার সংস্কৃতি বিবেচনায়, এই ধরনের কাজ নারীদের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ও চ্যালেঞ্জিং ছিল। যেখানে নারীরা বাইরের লোকদের সাথে দেখা হওয়া কঠিন

বলে মনে করেন, সেখানে তারা তাদের নেতৃত্বে এই ধরনের কঠিন কাজ অর্জন করেছেন। এই কঠিন কাজের জন্য ওয়াটসান কমিটি তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

ভার্ক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জুরিখ ফ্লাড রেজিলিয়েন্স প্রকল্প

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বন্যা প্রবণ দেশ। এ লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে ভার্ক প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশনের কারিগরী সহযোগিতায় জুরিখ ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ফ্লাড রেজিলিয়েন্স

প্রকল্পটি ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার নর্থচ্যানেল ও ডিগ্রির চর ইউনিয়ন এবং সদরপুর উপজেলার ঢেউ খালী ও চর নাসিরপুর ইউনিয়নে জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারী বেসরকারী এবং তৃতীয় খাতের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কমিউনিটি ভিত্তিক বন্যা স্থিতিস্থাপকতা নির্মাণে সমাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক বিনিয়োগ বাড়ানো এর উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ভার্ক প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) উপকারভোগী পরিবারকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এক নজরে ভার্ক কর্তৃক বাস্তবায়িত জুরিখ ফ্লাড রেজিলিয়েন্স প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহঃ

১. মাসিক দলীয় সভা, ২. সিবিও কমিটির দ্বি-মাসিক সভা, ৩. কমিউনিটি ভিত্তিক রেজিলিয়েন্ট এজেন্টদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও উদ্ধার সহায়তায় উপকরণ প্রদান, ৪. বসতভিটা উঁচুকরণে সহায়তা প্রদান, ৫. নৌকা তৈরিতে সহায়তা প্রদান, ৬. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ইউপি-র বাজেট বৃদ্ধি বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদান, ৭. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, ৮. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয় সভা, ৯. নেতৃত্ব উন্নয়নে সিবিও কার্যনির্বাহী সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন, ১০. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন, ১১. সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক উঠান বৈঠক, ১২. দলীয় সদস্যদের ক্রস ভিজিট, ১৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক স্টাফ ওরিয়েন্টেশন।

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ভার্কের কার্যক্রম

ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) ২০১৭ সাল থেকে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে ক্যাম্প পর্যায়ে নিরাপদ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যবিধির আচরণগত পরিবর্তন ও উন্নয়ন সেবাসমূহ নিশ্চিত করে আসছে। যা একই সাথে রোহিঙ্গা শরণার্থী জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে উক্ত কাজের টেকসই বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও ভার্ক রোহিঙ্গা শরণার্থী উপকারভোগীদের মধ্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিধি সামগ্রী যেমন- মাসিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উপকরণ, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, পানিবহন, সংরক্ষণ এবং পানির পাত্র, বালতি এবং পয়ঃনিষ্কাশন সংক্রান্ত উপকরণ বিতরণ করে আসছে।

ভার্ক বর্তমানে ক্যাম্প ৮-ডব্লিউ'র ৬টি ব্লক, ৮০টি সাব-ব্লক এবং ৭,৭৩৫টি খানার ৩৪,৭৬৯টি জনগোষ্ঠীর মধ্যে পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্যবিধি বিষয়ক সেবাসমূহ নিশ্চিত করছে। প্রকল্প এলাকাতে ভার্ক নির্মিত অবকাঠামোগুলোর মধ্যে আছে ১৯৫৫টি পায়খানা, ৮৩৪টি গোসলখানা, ৪০৩টি হাত ধোয়ার

যন্ত্র, ১৩টি পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক, ১টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, ৭৯৪টি গভীর-অগভীর নলকূপ এবং ১২টি পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র। ভার্ক কর্তৃক বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

নিরাপদ পানি সরবরাহ এবং পানির গুণগত মান পরীক্ষা:

ভার্ক তার ৬টি পাইপ ওয়াটার সরবরাহ ব্যবস্থাপনা থেকে ২৪৮৭৯ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীর মাঝে নিরাপদ এবং ক্লোরিনযুক্ত পানি সরবরাহ করছে। উল্লেখ্য যে, ভার্ক স্থাপিত ৬টি পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা ছাড়াও জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত আরো ৭টি পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে চলমান রাখার জন্য ভূমিকা পালন

করে আসছে। এই ১৩টি পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার অধীনে ৩৬৪ ট্যাপ স্ট্যান্ড থেকে ভার্ক প্রায় ৮৫% রোহিঙ্গা শরণার্থীর মাঝে ক্লোরিনযুক্ত পানি সরবরাহকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। যেখানে প্রত্যেক রোহিঙ্গা শরণার্থী তার আওতাভুক্ত এলাকায় দৈনিক গড়ে ২০ লিটার নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে পারছে। এছাড়া ভার্ক বাকী জনগোষ্ঠিকে ৭৯৪টি গভীর ও অগভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে যাচ্ছে। ভার্ক পানির গুণগতমান পরীক্ষা করার জন্য একটি অত্যাধুনিক পানি পরীক্ষাগার স্থাপন করেছে। পানি পরীক্ষাগারে পানির উৎসগুলো পরীক্ষা করা এবং পানি দূষণের সাথে প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলো নির্ধারণ করার জন্য ল্যাবে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

পয়ঃনিষ্কাশন কাজের মধ্যে আছে পায়খানা ও গোসলখানা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যার মাধ্যমে ৩৪৭৬৯ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে উন্নত সেবা দেয়া হচ্ছে। উক্ত ব্যবস্থাপনাকে সচল রাখার জন্য ৩০ জন পয়ঃনিষ্কাশন ও ৪০ জন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ভার্কের একটি প্লাস্টিক পুনঃব্যবহারযোগ্য প্লান্ট রয়েছে, যার মাধ্যমে অজৈব প্লাস্টিক উপাদানগুলোকে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্লাস্টিক সিট কভারে রূপান্তরিত করে পায়খানা ও গোসলখানার ভাঙ্গনরোধে প্রাচীর তৈরিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য বিধির উন্নয়ন :

সকল পর্যায়ে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে স্বাস্থ্যবিধির আচরণ পরিবর্তন ও অনুশীলনে এবং রোগ ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখতে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। এরই আওতায় ৮০টি সাব ব্লকে ভার্ক ৮০টি ওয়াশ কমিটি গঠন করেছে, যার মধ্যে ৬৯৮ জন সদস্য (৪০০ জন পুরুষ এবং ২৯৮ জন মহিলা)। ভার্কের ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধরনের দল রয়েছে যেমন পায়খানা ব্যবহারকারী যারা সার্বক্ষণিক পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা ও পানি সরবরাহ পর্যবেক্ষণ করে। ওয়াশ সেক্টরের মান অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্যবিধি কার্যক্রম দেখাশোনা করার জন্য ভার্ক ৪০

জন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত রেখেছে। এ ছাড়াও ৮০টি সাব ব্লক থেকে ৫৯৮ জন শিশু নেতা নির্বাচন করে শিশুদের মাঝে স্বাস্থ্যবিধি আচরণ পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে। প্রজননক্ষম মহিলা ও কিশোরীদের জন্য ভার্ক মাসিকের স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা নিয়েও কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। একই সাথে মেয়েদের মাসিক বিষয়ে নিরবতা ভাঙ্গানোর জন্য নিয়মিত পুরুষ সদস্যদের সাথে এর গুরুত্ব আলোচনা করা হচ্ছে।

অবশেষে সুদিন ফিরে পেল রশিদা

অবশেষে সুদিন ফিরে পেলো রশিদা। এক সময় জীবন ছিলো যার ভিক্ষাবৃত্তি, মানুষের করুণা নিয়ে যাকে চলতে হতো জীবনের প্রতিটিক্ষণে আজ সেই রশিদা বেগম স্বাবলম্বীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রশিদা বেগম কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার

লক্ষণপুর ইউনিয়নের নারায়ণপুর গ্রামের আসু আলীর মেয়ে। দুই ভাই বোনের মধ্যে তিনি হলেন বড়। সে একটু কানে কম শুনতো।

তার বাবা কৃষিকাজ করে কোন রকম সংসার চালাতো। অভাবের সংসারে গ্রামের কিছু লোকের দেখাশুনার ভিত্তিতে রংপুর জেলার স্বর্ণকারীগর আবুল হোসেনের সাথে তার বিবাহ হয়। বিবাহের ২ বছর না যেতে স্বামী আবুল হোসেন নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। ফলে বাধ্য হয়ে তাকে বাবার অভাবের সংসারে থাকতে হয়। এভাবে কেটে যায় ১০টি বছর, হঠাৎ কাল বৈশাখির ঝড় এসে সংসারকে যেন লণ্ডভণ্ড করে দেয়। মারা যায় সংসারে হাল ধরা পিতা আসু আলী। পিতা মারা যাওয়ার পর তাদের পরিবারে চরম দুর্দশা নেমে আসে তার মা কোন রকমে অন্যের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালাতো, কিছুদিন না যেতেই তার মা মরিয়ম বেগমও মারা যায়। আর এটাই বড় কাল হয়ে দাঁড়ায়। তখন দুবেলা দুমুঠো ভাতের জন্য কোন দিশা না পেয়ে নেমে পড়েন ভিক্ষাবৃত্তিতে। এভাবে রশিদা বেগম ভিক্ষাবৃত্তি করে সংসার চালাতে থাকে। ২০১৯ সালে মার্চ মাসে ভিক্ষাবৃত্তি করা অবস্থায় সমৃদ্ধি কর্মসূচির সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা (এসডিও) এর সাথে দেখা হয়। বিষয়টি সমৃদ্ধি কর্মসূচি সমন্বয়কারীকে বললে সে অত্র গ্রামের প্রবীণ ও ওয়ার্ড কমিটির সদস্যর সাথে দেখা করে সমৃদ্ধি কর্মসুচির উদ্যোমী সদস্য করা যায় কিনা যাচাই করা হয় এবং প্রবীণ ও ওয়ার্ড কমিটির মতামত নিলে সকলে বলে তাকে সহযোগিতা করলে পুনর্বাসন করা যাবে। এমতাবস্থায় সমৃদ্ধি কর্মসুচির উদ্যোমী সদস্য কার্যক্রমের আওতায় পিকেএসএফ আর্থিক সহযোগিতায় ভার্ক-এর লক্ষণপুর শাখার উদ্যোগে রশিদা বেগমকে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে পুনর্বাসনের জন্য ২৭/০৫/১৮ ইং তারিখে ১ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। ১ লক্ষ টাকার মধ্যে ১ বিঘা জমি বন্ধক ও একটি গাভী ক্রয় করে দেওয়া হয়েছিলো। গাভী গরুটি থেকে বর্তমানে ৩টি বাচ্চা হয়েছে। এর মধ্যে থেকে গত বছরে একটি গরু বিক্রি করে আরো ১৫ কাঠা

জমি বন্ধক নিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে গাভীসহ তিনটি গরু আছে। প্রতিদিন গরু থেকে ২ কেজি দুধ পায়। রশিদা বেগমের ভাই জানায় জমি থেকে যে ফসল পায় তা দিয়ে তাদের সারাবছর চলে যায়। দুধ বিক্রয় করে প্রতিদিন ২০০ টাকা আয় হয় যা দিয়ে অন্যান্য বাজার খরচ চলে।

এ বিষয়ে অত্র গ্রামের মেম্বার আবুল কালাম বলেন, রশিদা বেগম প্রথম পর্যায়ে ভিক্ষাবৃত্তি করে খুব কষ্ট করে সংসার চালাতো বর্তমানে তার অবস্থা খুব ভালো সে অনেকটা পূর্বের অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

এই বিষয়ে প্রবীণ কমিটির সভাপতি আনোয়ার হোসেন বলেন, রশিদা বেগমের স্বামী চলে যাওয়ার পর তিনি খুব খারাপভাবে জীবন-যাপন করতেন। বর্তমানে ভার্কের সহযোগিতায় সে এখন স্বাবলম্বী। আমার খুব ভালো লাগার বিষয় হচ্ছে সে আর ভিক্ষাবৃত্তি করে না। তার ভাই ভার্কের দেওয়া সম্পদকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে বর্তমানে অনেক উন্নতি করেছে। অবশেষে রশিদা সুদিন ফিরে পেয়েছে।

মোঃ শাহারুল ইসলাম
প্রকল্প সমন্বয়কারী
সমৃদ্ধি কর্মসূচি ভার্ক, লক্ষণপুর, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা

বন্যার মাঝেও লিপির একাগ্রতা স্বপ্ন পূরণের পথ দেখায়!

ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার ঢেউখালী ইউনিয়নের আড়িয়াল খাঁ ও পদ্মা নদীর মধ্যবর্তী চরে নাজিম হাওলাদার ডাঙ্গী গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামটির জনগণ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে অবহেলিত এবং অনগ্রসর। কারণ প্রতিবছর বন্যা

প্লাবিত হওয়ায় তাদের বসত-ভিটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, গবাদী পশু-পাখি বিক্রি করতে বাধ্য হয় এবং আবাদী ফসল ব্যাপক নষ্ট হয়; এমনকি বাড়ি-ঘর ছেড়ে অন্যত্র উঁচুস্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে হয়। এতদসত্বেও এখানকার জনগণ সারা বছরই বিভিন্ন দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সৃষ্ট অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, নদীভাঙ্গন, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি মোকাবেলা করে অতি কষ্টে তাদের জীবন-জীবিকা চালিয়ে যাচ্ছে। এমন প্রাকৃতিক দূরবস্থার মধ্যে লিপি বেগম তার স্বামী-সন্তান নিয়ে নাজিম হাওলাদার ডাঙ্গী গ্রামে জীবন-যাপন করছে। তার স্বামী, ছায়েম শেখ একজন দিন-মজুর ও পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। সে অনেক কষ্ট করে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পড়ায় ও খেয়ে না খেয়ে সংসার চালায়। এই অবস্থায় তারা উভয়েই সবসময় চিন্তিত থাকে ও পরিবারের আয়বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিজেরা আলোচনা করে।

লিপি বেগম ২০১৯ সালের জুলাই মাসে প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন-এর কারিগরি সহায়তায় ভার্ক কর্তৃক বাস্তবায়িত জুরিখ ফ্লাড রেজিলিয়েন্স প্রকল্পের কর্মীর সাথে যোগাযোগ করে নাজিম হাওলাদার ডাঙ্গী গ্রামে তারই মতো অনেক পরিবারের সদস্যকে নিয়ে একটি দল গঠন করেন এবং প্রকল্প কর্মীর সাথে যোগাযোগ করে নিয়মিত মাসিক সভা ও উঠান বৈঠক চালিয়ে যান। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা বন্যার পূর্ব-প্রস্তুতিতে করণীয় বিষয় ও তার গুরুত্ব, বন্যাকালীন পারিবারিক ও এলাকাভিত্তিক ঝুঁকি মোকাবেলা করে জীবন-জীবিকা চলমান রাখা এবং তাদের ফসলাদি, গবাদিপশু-পাখি ইত্যাদি সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ও সকলের মতামত গ্রহণ করে যাতে এই গ্রামটির জনগণ বন্যা সহনশীলতায় আরো বেশি সক্ষম হয়ে উঠে। প্রকল্প সে লক্ষ্যে বন্যাকালীন গবাদি পশু-পাখির বসবাসের ঝুঁকি নিরসনে উঁচু মাঁচা তৈরিতে ও বসত-ভিটা উঁচুকরণে সহায়তা প্রদানের পরিকল্পনা করেন। সে এই প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তা ও নিজস্ব কিছু অর্থ মিলিয়ে প্রকল্পের পরামর্শ মোতাবেক বন্যাসহনশীল উঁচু ছাগলের মাঁচা তৈরি করেন।

প্রথমে সে একটি ছাগল দিয়ে ছাগল পালন শুরু করেন পরবর্তীতে ঐ ছাগলের চারটি বাচ্চা হলে আস্তে আস্তে বড় করতে থাকেন; এভাবে দু'বার ছাগলের বাচ্চা হয়। বর্তমানে সে তার মোট বড় সাতটি ছাগল দিয়ে খামার গড়ে তুলেছে। পরবর্তীতে সে দু'টি ছাগল ১২,০০০/-(বারো হাজার) টাকায় বিক্রি করেন; যেখানে হিসেব করে ৮,০০০/-(আট হাজার) টাকা লাভ করেন। এই উঁচু মাঁচায় ছাগল পালনের কারণেই বিগত দুই বছরের বন্যায় কোন ছাগল মারা যায়নি ও বিক্রি করতে হয়নি। প্রকল্প

এভাবে লিপির মতো অনেক পরিবারের বন্যা সহনশীল সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের গবাদি পশু-পাখির প্রাণহানি কমেছে যা' মূলতঃ পারিবারিক আয়-বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। লিপি বলেন যে, "আগে বর্ষাকাল আসলে বন্যা নিয়ে চিন্তায় পড়ে যেতাম; গেল দু'বছর বন্যা হলেও ছাগলের মাঁচা উঁচু থাকায় রোগ-ব্যাধিও কম হয়েছে, আবার লোকসানে বিক্রিও করতে হয়নি; বরং ছাগল পালন করে এখন লাভের মুখ দেখছি"। এখন তার খামারে পাঁচটি ছাগল রয়েছে যা তাকে আরো বড় খামার গড়ে তোলার স্বপ্নপূরণে পথ প্রশস্ত করবে।

ভার্ক-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির কারণে তিনি আজ সেবক

ভার্কের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে সমৃদ্ধি কর্মসূচি যার মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে ২৭৩টি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, কমিটি মবিলাইজেশন, আইজিএ ঋণ কার্যক্রম, প্রতিবন্ধি, মহিলা প্রধান পরিবার, শিশু, গর্ভবতী মহিলাদের সাথে বিভিন্ন

কর্মসূচির মাধ্যমে কাজ করা হচ্ছে। ২০১৪ সালে কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলা লক্ষণপুর ইউনিয়নে ভার্ক কাজ শুরু করে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে যুক্ত করা হয় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি। অত্র ইউনিয়নে প্রবীণদের মানসিকতার উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে কাজ শুরু করা হয়। এই উন্নয়ন ধরে রাখতে অত্র ইউনিয়নে একদল ন্যায় নিষ্ঠাবান, নিরলস ও পরিশ্রমী ব্যক্তি কাজ করে যাচ্ছে।

এমনই একজন ব্যক্তি অবিস্মরণীয় অবদান রেখে আমাদের এই সমাজকে অবাক করে দিয়েছে। সাদাসিধে নরম প্রকৃতির এই মানুষটির নাম মো: নজরুল ইসলাম ফিরোজ। গত ২০১৪ সালে তৎকালীন যখন সমৃদ্ধি কর্মসূচি যুব কার্যক্রমের ইউনিয়ন ভিত্তিক যুব কমিটি গঠন করে তখন থেকে তিনি অত্র কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

নিজের এলাকায় যখন একটি নূরানী মাদ্রাসা গঠন করা হয় এলাকাবাসী সততার কারণে তাকে অত্র মাদ্রাসার ক্যাশিয়ার হিসেবে দায়িত্ব দেন। আজও তিনি দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

২০১০ সাল থেকে গ্রামে একটি ওষুধের দোকান দিয়ে জনগণের সেবার কাজে তিনি নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। তার বিষয়ে প্রবীণ কমিটির সভাপতি নসু বলেন, এই শান্ত-শিষ্ট কোমল প্রকৃতির মানুষটির অনেক গুণ আছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির মড়হ গ্রামে যে তিনটি স্কুল আছে তিনি তার নিজের মত করে ঐ স্কুলগুলো দেখাশুনা করেন।

এই বিষয়ে একজন শিক্ষক জান্নাত আরা বলেন, আমাদের কোন শিশু যদি স্কুলে এক থেকে পাঁচ দিন না আসে তাহলে তাকে জানানো মাত্র তিনি ওই শিশুর বাড়িতে গিয়ে তার অভিভাবক বা পিতামাতার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করেন এবং সেই শিশুকে স্কুলে আসার বিষয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। আমরা তাকে পেয়ে আমাদের স্কুলগুলোকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারছি।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রকল্প সমন্বয়কারী বলেন, সামাজিক দায়িত্ববোধ নিয়ে ফিরোজ যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এই রকম মানুষের সংখ্যা যদি এই সমাজে আরও থাকতো তাহলে আমাদের এই সমাজের অনেক উন্নতি হতো। সার্বিক দিক বিবেচনা করলে তার অবদান প্রশংসার দাবি রাখে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়াও সমৃদ্ধি কর্মসূচির যুবকদের প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী, মেধাবীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, প্রবীণদের সচেতনতামূলক কাজে অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন সময়ে নিজ উদ্যোগে তাদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন।

তিনি বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক কর্মকাণ্ড, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড, বিবাহ অনুষ্ঠান, মৃত সৎকার অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে স্ব-উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এরপরও তার এলাকার বিভিন্ন সামাজিক ও সেবামূলক কর্মকাণ্ড যেমন: কন্যা-দায় মেয়েদের বিবাহ সম্পন্ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে এলাকার যুব সমাজকে একত্রে করে দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো, খালবিলে বিনামূল্যে পোনা ছাড়করণ, করোনাকালীন সময়ে দরিদ্র মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ও বিদেশী সংস্থার সহযোগিতায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণে ভূমিকা পালনসহ অসংখ্য সামাজিক সেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

ফিরোজকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি কোন সময় কোন কাজকে ছোট করে দেখিনি। এলাকার কোন বেসরকারী

সংস্থা আসলে সবার আগে আমার কাছে আসে, আমি যতটুকু পারি উন্নয়ন কাজে তাদের সহযোগিতা করে থাকি, তারা এলাকাভিত্তিক যে কমিটি গঠন করে থাকে প্রতিটি কমিটিতে আমাকে রাখার চেষ্টা করে। এলাকার রাস্তা ঘাট মেরামতসহ সকল উন্নয়নে আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে কাজ করে থাকি। তিনি আরো বলেন, এই লক্ষণপুর ইউনিয়নে ভার্ক-এর যে সমৃদ্ধি কর্মসূচি বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে তা আমাদের সমাজের বিত্তবান লোকদের করার কথা। আমি এই সংস্থাকে মনে প্রাণে ভালোবাসি বিধায় তাদের মাধ্যমে আমি আরো উদ্বুদ্ধ হয়ে সামাজিক সেবামূলক কাজ করে যাই। গত ৭/৬/২০ইং তারিখে ভার্ক-এর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির উদ্যোগে এলাকায় সেবামূলক কর্মকাণ্ড ও মা-বাবাকে সুন্দরভাবে দেখাশোনা করার জন্য লক্ষণপুর ইউনিয়নের ৬ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সম্মাননা দেওয়া হয়, তার মধ্যে আমি একজন। এটা আমার জন্য শ্রেষ্ঠ পাওয়া বলে আমি মনে করি। এই রকম কাজ করলে আমরা যারা সাধারণ মানুষ আছি তারা ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো এবং আমি ভার্কের সামগ্রিক সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ শাহারুল ইসলাম
প্রকল্প সমন্বয়কারী
সমৃদ্ধি কর্মসূচি
ভার্ক

স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য মনের ইচ্ছা শক্তিই যথেষ্ট

প্রবল ইচ্ছা, চেষ্টা আর মনোবল এই তিনটা জিনিস কখনো একজন মানুষকে দারিদ্র করে রাখতে পারে না, দরিদ্র হয় তার অলসতায়, আর মনের দরিদ্রতায়। আমাদের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন-মান উন্নয়ন কর্মসূচির লক্ষণপুর ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ড নারায়ণপুর গ্রামের প্রবীণ কমিটির সহ-সভাপতি মোতালেব হোসেন কিছুদিন আগেও বাজারে সবসময় বসে থাকতেন। আজ সে নিজে উদ্যোগী হয়ে একটি ছোট মসলার দোকান দিয়েছেন এবং শুধু তাইনা সে মসলা তৈরীর একটি মেশিন কিনেছেন, তিনি নিজে বিভিন্ন মসলার মালামাল কিনে এই মেশিনে প্রক্রিয়াজাত করে

বিক্রয় করেন। তিনি দোকানের নাম দিয়েছেন "লাল মিয়া মুন্সি মসলা ভান্ডার" যেখনে মরিচ, হলুদসহ সব ধরনের ভেজালমুক্ত মসলা পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে তার দোকান ভেজালমুক্ত দোকান হিসেবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

এই বিষয়ে গ্রামের ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি আবুল কালাম আজাদ বলেন এই দুর্দিনে তার ভালো উদ্যোগটা দেখে আমরা অনেক খুশি হয়েছি আমরা দোয়া করি মহান সৃষ্টিকর্তা তার ব্যবসায়ে যেন আরো উন্নতি প্রদান করেন।

মোতালেব হোসেনকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন প্রবীণ সময়টা আসলে অনেক কষ্টের। আমরা যারা প্রবীণের দলে নাম লিখিয়েছি তারা একটু চেষ্টা করেছি নিজে কিছু করার তাই সামান্য একটি দোকান দিয়ে আমি ব্যবসা শুরু করেছি। আমি বিশ্বাস করি যে ব্যবসা ছোট হলেও অন্যের করুণা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সৎভাবে জীবনযাপন করা অনেক ভালো।

মোঃ শাহারুল ইসলাম
প্রকল্প সমন্বয়কারী
সমৃদ্ধি কর্মসূচি ভার্ক, লক্ষণপুর, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা

নিয়মিত পরিচর্যার মাধ্যমে একটি শিশু দেশের সম্পদ হতে পারে

সুস্থ, সবল ও সুন্দর শিশু আমাদের রাষ্ট্রের অমূল্য সম্পদ। শিশুরা আগামী প্রজন্মের ধারক-বাহক বা নেতৃত্বের চাবিকাঠি। শিশুর সুরক্ষা, অধিকার, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতা বিকাশ সাধন একটি রাষ্ট্রের গুরুত্ব বহন করে। সরকারের পাশাপাশি মেধা বিকাশে ভার্ক দেশের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। যার অন্যতম হচ্ছে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত সমৃদ্ধি কর্মসূচির "শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র"। ২০১৪ইং সাল থেকে সমগ্র বাংলাদেশে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে ২৭৩টি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যার মধ্যে ভার্ক কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার লক্ষণপুর ইউনিয়ন অন্যতম। এই ইউনিয়নে ৩১টি স্কুলের মাধ্যমে ৩১ জন শিক্ষিকার সহায়তায় শিশুর মেধা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রগুলো। শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের প্রধান কাজ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়তা করা। আমাদের দেশে শিশুদের ঝরে পড়া যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহলে দেখা যাবে পরিবারের অবহেলাই হচ্ছে প্রাথমিক কারণ। ভার্ক শিশুদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতার পাশাপাশি শিশুদের মেধার বিকাশে নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ভার্কের এরূপ কার্যক্রমের ফলে অনেক শিশুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি সচেতনতার পাশাপাশি হয়ে উঠেছেন মেধাবী ও স্বাবলম্বী। তেমনই একজন শিশুর নামঃ দীপ্ত বর্মণ, পিতাঃ ধীরেন্দ্র বর্মণ, মাতাঃ শিল্পী বর্মণ, গ্রামঃ লক্ষণপুর। দ্বীপ্ত বর্মণ লক্ষণপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। দীপ্ত বর্মণ এবং তার পিতা-মাতাসহ তিন সদস্যের ছোট একটি সংসার তাদের। সংসার ছোট

হলেও ক্ষুধার যন্ত্রণা ও দারিদ্র্যতা তাদেরকে ঘিরে রেখেছিল। ফলে পূরণ হতোনা মৌলিক চাহিদার মতো গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা।

দীপ্তের পড়া-লেখার খরচ যোগানো তার পরিবারের পক্ষে ছিল খুবই কঠিন। শিক্ষা উপকরণসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি না পাওয়ায় তার লেখা-পড়া বাধাগ্রস্ত হয়, প্রস্তুত করতে পারে না ক্লাসের হোম-ওয়ার্ক। এর ফলে দ্বীপ্তের লেখা-পড়ায় পিছিয়ে পড়ে। ঠিক তখনই ভার্ক-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে ভর্তি হয় দ্বীপ্ত। শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষিকা মাধু সাহার নিবীড় তত্ত্বাবধানে দ্বীপ্তের মেধার বিকাশ ঘটে এবং ধীরে ধীরে সে হয়ে ওঠে মেধাবী। এখন দ্বীপ্ত শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের এবং তার স্কুলের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রে পরিণত হয়েছে। তার এই সফলতার কারণে সমৃদ্ধি কর্মসূচির শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র এবং ভার্ক-এর ব্যাপক সুনাম ও খ্যাতি ফুটে উঠেছে।

এই বিষয়ে প্রবীণ কমিটির একজন সদস্য সেলিম হোসেন জানায় ছেলেটি প্রথম পর্যায়ে খুব একটা ভালো পড়াশোনা করতো না, কিন্তু বর্তমানে সে আমাদের শিক্ষিকার প্রচেষ্টায় অনেক ভালো করছে।

মো: শাহারুল ইসলাম
প্রকল্প সমন্বয়কারী, সমৃদ্ধি কর্মসূচি ভার্ক,
লক্ষণপুর, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।

‘স্বপ্ন’ তার জৈব সারের ছোঁয়ায় সমাজকে আলোকিত করা

ভার্মি কম্পোস্ট সার / জৈব সার উৎপাদন করে শহীদুল্লাহ এখন সফলতাকে ছুঁতে যাচ্ছেন। স্বপ্ন তার জৈব সারের আলোয় নিজেকে আলোকিত করা। জমিতে ভার্মি কম্পোস্ট সার ব্যবহার করে কৃষি খাতকে আরো সম্প্রসারিত ও নিজ পরিবারকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতে নিরলস চেষ্টা করে যাচ্ছেন। শহীদুল্লাহ কুমিল্লা জেলার, মনোহরগঞ্জ উপজেলার, লক্ষণপুর ইউনিয়নের, মান্দুয়ারা গ্রামের একজন বাসিন্দা, তার পিতার নাম কালা মিয়া, মাতা সখিনা বেগম, ৪ ভাই বোনের মধ্যে তিনি হলেন সবার বড়, তার বয়স যখন ১৮ বছর তখন তার বাবা কালা মিয়া পাশের গ্রাম মড়হের কৃষক শেখ হালিমের ছোট মেয়ে আয়েশা বেগমের সাথে বিবাহ দেন। বিবাহের পর সে রিক্সা চালিয়ে সংসার চালাতো। কিছুদিন পর সে রিক্সা চালানো বাদ দিয়ে কৃষি কাজে নেমে পড়ে। প্রথম পর্যায়ে সে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে জমিতে চাষ করতো, সেই চাষ করে মনে একটুও তৃপ্তি পেতো না। এর এক পর্যায়ে দেখা হয় সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তার সাথে। এই সময়ে তাকে ভার্মি কম্পোস্টের গুণাগুণ সম্পর্কে একটা ধারণা দিলে প্রথম পর্যায়ে সে না বুঝলেও পরে খুব ভালো ভাবে হৃদয়ে গেঁথে নেয় এবং এক পর্যায়ে তাকে ভার্মি কম্পোস্ট প্লান্টের জন্য বিনামূল্যে কিছু উপকরণ দেওয়া হয় সেগুলো দিয়ে প্রথম পর্যায়ে সে ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদন করে জমিতে প্রয়োগ করে ভালো ফলাফল পায়। এরপর থেকে তাকে আর কিছু বলা

লাগেনি প্রতিনিয়ত সে এখন সার ব্যবহার করে ভালো ফলাফল পাচ্ছে। শহীদুল্লার এই উন্নতির পিছনে কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন বর্তমানে আমার দেখাদেখি অনেকে এখন জৈব সার উৎপাদন করছে। জৈব সার উৎপাদনকারীর সংখ্যা এখন সকল পর্যায়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এছাড়া জৈব সার জমিতে প্রয়োগে দিনদিন আগ্রহী হয়ে উঠেছে কৃষকেরা। অনেকে আমার দেখাদেখি নিজেরা জৈব সার তৈরী করে সবজি উৎপাদন করছে।

এই বিষয়ে লক্ষণপুর গ্রামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কৃষি কর্মকর্তা মনির হোসেন বলেন জৈব সার ব্যবহারে তাদের জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধির পাশাপাশি শাকসবজি, ফল মূলের ফলন ও ভালো হচ্ছে। বর্তমানে এখান থেকে স্বল্প পরিসরে নিজস্ব জমিতে সার ব্যবহার ও স্থানীয় কিছু সবজী চাষে ও নার্সারী মালিকেরা তা ২০ টাকা কেজি দরে সংগ্রহ করে নিচ্ছে।

এই বিষয়ে সমৃদ্ধি সমন্বয়কারী বলেন এই অঞ্চলের অনেকে কেঁচো সার উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদনে দিনদিন আগ্রহী হয়ে উঠেছে। লক্ষণপুরে সমৃদ্ধি কর্মসূচী ভার্ক এর পক্ষে থেকে ৫০টি পরিবারে কোঁচো দ্বারা পরিবেশ বান্ধব জৈব সার তৈরীর সকল প্রকার উপকরণ বিনামূল্যে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। শহীদুল্লাহ গত এক বছর আগে কোঁচো সংগ্রহ করে নিজের পালিত গরুর গোবর দিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদন শুরু করেন। বর্তমানে সে এখন নিজে একজন স্বাবলম্বী কৃষক।

অত্র গ্রামের মেম্বার সাইদুল ইসলাম বলেন শহীদুল্লাহর দেখাদেখি এলাকার অনেক মানুষ জৈব সার ব্যবহারে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া এ সার ব্যবহারের কারণে জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা লাগে না এতে করে কৃষকের উৎপাদন খরচ কম হয় এবং মাটির পুষ্টিগুণ বজায় থাকে। তবে শহীদুল্লাহর স্বপ্ন হচ্ছে জৈব সারের আলোয় নিজেকে আলোকিত করা।

মো: শাহারুল ইসলাম
প্রকল্প সমন্বয়কারী
সমৃদ্ধি কর্মসূচি ভার্ক, লক্ষণপুর, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা

আইজিএ ঋণ নিয়ে উদ্যোক্তা ইউনুস এখন সুদিনের স্বপ্ন দেখছে

"আইজিএ ঋণ নিয়ে উদ্যোক্তা ইউনুস এখন সুদিনের স্বপ্ন দেখছে"। বুকে এক রাশ আশা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্নকে জয় করতে আশায় বুক বেঁধেছে সে। কথাগুলো শুনে আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন জাগ্রত হচ্ছে। তবে বাস্তবতা এটা যে, এই পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ আছে যারা সুদিনের স্বপ্ন নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। আবার অনেকে জীবনে সংগ্রাম করে পরিবর্তন এনেছে। এই সংগ্রামে কেউ নিজের প্রচেষ্টায় জয়ী হয়েছে কেউ আবার অন্যের সহযোগিতা নিয়ে জয়ী হয়েছে। কেউ কেউ বিভিন্ন সংস্থা থেকে স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়েছে। কেউ স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছে।

তেমন একজন সফল উদ্যোক্তার গল্পের নায়ক ইউনুস। ঘটনার বিবরণে ধারাবাহিকতায় জানা যায় ২০১৪ সালে পিকেএসএফ-এর আর্থিক সহযোগিতায় সমৃদ্ধি কর্মসূচি যখন লক্ষণপুর ইউনিয়নে আসে ভার্ক স্বাস্থ্য, শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বল্প সুদে আইজিএ ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। তখন থেকে স্বল্প সুদে ঋণ নিয়ে অত্র ইউনিয়েনের অনেকের ভাগ্যের পরিবর্তন আসে

সুদিনের স্বপ্ন দেখেন তারা। ইউনুস কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ উপজেলার লক্ষণপুর ইউনিয়নের বানঘর গ্রামের বাসিন্দা। তার পিতার নামঃ মৃত শহীদুল্লাহ, মাতাঃ আঞ্জুমা বেগম, আট ভাই বোনের মধ্যে তিনি ষষ্ঠ। অন্যান্য ভাইয়েরা বিভিন্ন কাজে প্রতিষ্ঠিত হলেও তিনি কম লেখা-পড়ার কারণে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি ফলে পরিবারের দেখাশুনার পাশাপাশি মাঠে ছোট-খাট কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিলেন। তার জীবনের শুরুর দিকে ক্ষুধার যন্ত্রণা ও দারিদ্র্যের কষাঘাত নিত্য দিনের সঙ্গী ছিল। পারিবারিক সমস্যা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ততা ইউনুসকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। কোন কুল কিনারা না পেয়ে বাজারের পাশে একটা চেয়ার টেবিল নিয়ে চায়ের দোকান দিয়ে কোন রকম ব্যবসা শুরু করেন তিনি। এই থেকে যা আয় হত তাতে সংসার ঠিকমতো চলতো না কোনো রকমভাবে দিন পার করতো, ফলে তার পরিবারের অন্যান্য চাহিদা অপূর্ণই থেকে যেতো। ইউনুস জানায় এমন দূরবস্থায় একদিন ভার্কের সমৃদ্ধি কর্মসূচির 'উদ্যোগ উন্নয়ন কর্মকর্তা'র সাথে তার দেখা হয়। সে লক্ষণপুর ভার্ক অফিসে স্বল্প সুদে আইজিএ ঋণ কার্যক্রমের বিষয়ে জানায়। ব্যবসা বৃদ্ধি করতে হলে অর্থের প্রয়োজন তাই তার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমি ব্যবসাটিকে প্রসারিত করার এবং সমিতির সদস্য হওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। যেহেতু মহিলা সমিতি তাই আমার মা ভার্ক সমিতিতে নিয়মানুযায়ী ফরম পুরণের মাধ্যমে ৭/৯/২০১৬ ইং তারিখে সদস্য পদ গ্রহণ করেন এবং সঞ্চয় করতে থাকেন। ইউনুস বলেন, ৩০/১২/২০১৬ তারিখে লক্ষণপুর শাখা হতে এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে কিছু কসমেটিক সামগ্রী ক্রয় করি এবং এ দিয়ে মোটামুটি ব্যবসা উন্নতির দিকে যেতে থাকে। এভাবে পর পর ৫ম দফায় পর্যায়ক্রমে আরো ৬ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে এখন আমার ব্যবসার অনেক উন্নতি হয়েছে। দোকান পাকা করেছি বর্তমানে ৩ ধরনের ব্যবসা চলমান (হোটেল ব্যবসা, কসমেটিক ও মুদি ব্যবসা)। আমার এখন বছরে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা আয় হয়। এই বিষয়ে অত্র গ্রামের মুরুব্বী জালাল হোসেন জানান, ইউনুস গরীব মানুষের ছেলে। সে অনেক পরিশ্রম করে আজ এতদূর এসেছে। আপনাদের প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের ফলে সে আজ এত উন্নতি করেছে। ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে মানুষ যে এত স্বাবলম্বী হয় তার বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে ইউনুস। এই বিষয়ে ইউনুসের মা আঞ্জুমা বলেন, আমি খুব কষ্ট করে আমার ছেলেদেরকে মানুষ করেছি। কোন সময় খেয়ে কোন সময় না খেয়ে তাদেরকে বড় করে তুলেছি। সে অনেক বড় হবে তার এই

স্বপ্ন এবং আগ্রহ দেখে আমি তাকে পরপর ৫ বার ভার্ক অফিস লক্ষণপুর শাখা হতে ঋণ নিয়ে দিয়েছি। সে নিয়মিতভাবে কিস্তি পরিশোধ করেছে। আজ তার দোকানে অনেক মাল ও ৩ জন কর্মচারী রয়েছে। যাদের পিছনে প্রতিমাসে ২০ হাজার টাকা খরচ হয়। উদ্যোক্তা ইউনুস এখন সুদিনের স্বপ্ন দেখছে। এখন সে সুদিনের স্বপ্ন নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মো: শাহারুল ইসলাম
প্রকল্প সমন্বয়কারী
সমৃদ্ধি কর্মসূচি ভার্ক
লক্ষণপুর, মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা

‘পুঁথি’ এসিসিইউ পুরস্কারে ভূষিত

ভিইআরসি হতে প্রকাশিত পুঁথি, এশিয়ান কালচারাল সেন্টার ফর ইউনেস্কো (এসিসিইউ), টোকিও কর্তৃক ১৯৮৬-১৯৮৭ সালের জন্য তৃতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। পুঁথিটি রচনা করেছেন সৈয়দ আশেক মাহমুদ এবং সম্পাদনা করেছেন জনাব এস.এম. আখতার।

ইউনেস্কো (ব্যাংকক) এর প্রতিনিধি মিঃ টি.এম. সাকিয়া এবং এসিসিইউ-র নির্বাহী পরিচালক মিঃ তাইচি সিসাওকো সহ ১১ সদস্য বিশিষ্ট বিচারক মণ্ডলীদের এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছে মালয়েশিয়া এবং দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে চীন। বাংলাদেশসহ ৯টি দেশ পেয়েছে তৃতীয় পুরস্কার– যাতে বাংলাদেশের নাম ছিল শীর্ষে।

উক্ত পুঁথিতে-টাউট, চেয়ারম্যান, সমবায়, সঞ্চয়, আবিষ্কার, মেছোভূত ইত্যাদি বিষয়ে সহজ-সরল ভাষায় বক্তব্য রাখা হয়েছে। যা সহজেই পাঠকের মন আকর্ষণ করে।

উল্লেখ্য, ভিইআরসি ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে উপকরণ উন্নয়ন, সাক্ষরতা, ব্যবহারিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে পুরস্কৃত হয়েছে।

স্বাবলম্বী
১০ম বর্ষ।। ১ম সংখ্যা।। অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৭ (প্রকাশিত)

স্বাবলম্বী’র অগ্রযাত্রা

শেখ আবদুল হালিম

সেপ্টেম্বর উনিশশ সাতাত্তর সালে ভার্কের যাত্রা শুরু হয়েছিল একটি বিদেশী উন্নয়ন ও ত্রাণ সংস্থার প্রকল্প হিসেবে। ১৯৮১ সনে ভার্ক দেশীয় উন্নয়ন সংস্থায় রূপান্তরিত হয়। উদ্দেশ্য ছিলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে অংশগ্রহণমূলক ও গতিশীল করা এবং উন্নয়নকর্মীদের মধ্যে এবং উন্নয়নে অংশীদার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস, অনুপ্রেরণা ও জাগরণ সৃষ্টি করা।

এসব গঠনমূলক কাজ করতে গিয়ে ভার্ক প্রথম থেকেই প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে। জনগণের কাছে গিয়ে তাদের সাথে থেকে তাদের শক্তিমত্তা, সম্পদ ও অন্যান্য সুযোগগুলো একত্রিত করে যারা কাজটি করেন তারা হচ্ছেন বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মী ও তাদের তত্ত্বাবধায়কগণ। তাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন ব্যক্তি, সমিতি বা সংগঠনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাফল্য বা ব্যর্থতার কাহিনী ও কেস স্টাডি ভার্ক প্রশিক্ষণ ও কর্মী উন্নয়নে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে থাকে। এ নিয়ে ভার্ক বেশ কিছু কম্পেনডিয়াম বা সূত্রগ্রন্থও প্রকাশ করে বিতরণ করেছে।

উন্নয়নকর্মীদের প্রয়োজনে তাদের উৎসাহিত করতে এবং অভিষ্ট জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ বা সচেতন করার লক্ষ্যে ভার্ক ১৯৭৮ সনের মার্চ-জুলাই কোয়ার্টার থেকে আজ দীর্ঘ ২৫ বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করে আসছে।

যার নাম 'স্বাবলম্বী'। যার লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের উন্নয়ন প্রচেষ্টার নানা সৃষ্টিশীল, নবনব উদ্যোগ-উদ্ভাবনা ও লাগসই কারিগরি কৌশলাদির তথ্য তুলে ধরা এবং উন্নয়নকর্মীদের জন্য বিভিন্ন জ্ঞান, দক্ষতা ও তথ্যের যোগান দেয়া, যাতে উন্নয়ন কর্মধারা অর্থবহ, গতিশীল এবং ফলপ্রসূ হয়। ১৯৭৮ সালে প্রথম যে সংখ্যা বের হল তা আমাদের সবাইকে খুবই আলোড়িত করে, উজ্জীবিত করে। তখন আমাদের প্রতিজ্ঞা ছিল এই যোগাযোগ মাধ্যমটিকে চালু রাখার। আমরা আনন্দিত ও গর্বিত যে আমরা সে কথা এত বছর ধরে রাখতে পেরেছি।

তৎকালীন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অব) আবদুল হালিম চৌধুরী, প্রতিমন্ত্রী ডঃ ফসিহউদ্দীন মাহতাব, সরকারের মুখ্য সচিব ও স্বনির্ভর আন্দোলনের নেতা মাহবুব আলম চাষী এবং তৎকালীন ভার্ক-এর প্রকল্প ম্যানেজার জেক ফলের বাণীসহ এই নিবন্ধ লেখকের ফিলিপাইনের পল্লী পুনর্গঠন প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা সম্বলিত লেখা ছাড়াও অন্যান্য আরো লেখা ছাপা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য ঐ প্রশিক্ষণ লব্ধ অভিজ্ঞতা ভার্কের উন্নয়ন কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণসহ দেশে অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানে ও এসব সংস্থার কর্মীদের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ফিলিপাইনের বিশ্ব বিখ্যাত ইন্টারন্যাশনাল ইনিস্টিটিউট অব রুরাল রিকন্সট্রাকশন প্রতিষ্ঠাতা চীনা বংশোদ্ভুত মার্কিনী বিশেষজ্ঞ ডঃ জেমনস ইয়েনের 'টেল দি পিপল' বা 'জনগণকে জানাও' নামক গ্রন্থটি ধারাবাহিকভাবে 'স্বাবলম্বী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ফর রুরাল রিকন্সট্রাকশন-এর পরিচালক জনাব আনোয়ার হোসেন অনুবাদ করেন। বইটির বিষয়বস্তু জনগণকে সম্পৃক্ত করে উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে কিভাবে সফল করা যায় তার উপর দীর্ঘ অভিজ্ঞতাপ্রসূত বর্ণনা আছে। বহু উন্নয়নকর্মী ও সংগঠনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে 'স্বাবলম্বী'র অগ্রযাত্রা শুরু হয় এবং তখন থেকে তা অদ্যাবধি আমাদেরকে সমৃদ্ধতর করে চলছে। অনেক স্বনামধন্য লেখক, উন্নয়নকর্মী, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক এতে লেখা দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের সবার নাম স্মরণ করতে গেলে ভুল হয়ে যেতে পারে তবুও কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করলাম- প্রয়াত ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন, আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, সাহিত্যিক মাফুজউল্লাহ, কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনসহ আরো অনেকে এতে লিখেছেন। শিক্ষা ও উন্নয়নকর্মী আনম হাবীব ও ম. হাবীবসহ অনেক গবেষক ও উন্নয়নকর্মী এতে নিয়মিত লিখে থাকেন। অনেক মাঠকর্মীও সরাসরি লেখা দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্যকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এই পত্রিকার সম্পাদনার সাথে বিভিন্ন সময়ে যারা জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে এসএম আখতার, স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের ঘোষক আবুল কাসেম সন্দ্বীপ, বিশিষ্ট উন্নয়নকর্মী ও সঙ্গীত রচয়িতা সৈয়দ আশেক মাহমুদ, কথাশিল্পী আহমদ বশীর, মোশাররফ কামাল ও মোবারক হোসেন প্রমুখ। এদের সবার অবদান সকৃতজ্ঞতায় স্মরণ করতে চাই।

আমাদের প্রয়াস ক্ষুদ্র হলেও জাতীয় জীবনে এর অবদান অনস্বীকার্য। কৃষি, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবেশ, শিশু ও নারী অধিকার প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও সমাজভিত্তিক পুনর্বাসন, যুব উন্নয়ন, পানি ও পয়:নিষ্কাশন, সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গ্রামবাংলার কারিগরী উদ্ভাবনা ও নবতর উন্নয়ন উদ্যোগসমূহসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর তথ্য জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও উপাত্ত সন্নিবেশিত করে 'স্বাবলম্বী' হাজার হাজার উন্নয়নকর্মীর কাজকে উন্নত, গতিশীল ও সৃষ্টিশীল রাখতে সক্ষম হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের কাহিনীসহ বিভিন্ন স্মরণীয় দিবসগুলিতে লেখা প্রকাশের মাধ্যমে উন্নয়নকর্মীদের জাতিকে সামনে এগিয়ে নেয়ার প্রয়াসকে উদ্দীপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বহু উন্নয়নকর্মী ও পাঠক তাদের মতামত দিয়ে 'স্বাবলম্বীর' অগ্রযাত্রাকে উন্নত, সবল ও সচল রাখতে সহায়তা প্রদান করছেন।

অনেক প্রস্তাব এসেছে 'স্বাবলম্বী'র মনোন্নয়নের জন্য এরূপ, গুণ ও প্রকারে পরিবর্তনের। আমরা বহু আলোচনা, পর্যালোচনা শেষে স্থির করেছি এটিকে একটি নির্দিষ্টমান ও ধারায় চালিয়ে নেয়ার যাতে প্রবেশাধিকার, পাওয়ার অধিকার, বলার ও লেখার অধিকার সহজ থাকবে। এগুলো বিবেচনায় রেখে আমাদের অংশীদার গ্রামের সাধারণ লোকজন ও উন্নয়নকর্মীদের চাহিদা মনে রেখে এর চলমান মান বজায় রাখার প্রয়াস পেয়েছি যা ধরে রাখা খুব কষ্ট সাধ্য হয়েছে। এর মানে এ নয় যে যারা মনোন্নয়নের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা খারাপ ছিল। অনেক ভালো ভালো পরামর্শ সাধ্যমতো গ্রহণও করা হয়েছে। 'স্বাবলম্বী'র সবচেয়ে বড় প্রয়াস ছিল জনগণের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরা আর উন্নয়ন কর্মীদের তথ্য দিয়ে, তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে

উজ্জীবিত ও শক্তিশালী করা। এক্ষেত্রে 'স্বাবলম্বী' যথেষ্ট সফল বলে প্রতিয়মান হয়। কারণ 'স্বাবলম্বী' টিকে আছে, সচল আছে এবং এর চাহিদা আছে। আশা করা যায় যে আগামীতেও 'স্বাবলম্বী' অব্যাহতভাবে এর ভূমিকা পালন করে যাবে। এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে উন্নয়ন কর্মীদেরকেই তাদের লেখা দিয়ে, অভিজ্ঞতা দিয়ে, জনগণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে এবং সচেতনভাবে জনগণের সঙ্গে সেতু বন্ধনের মাধ্যমে দ্বিমুখী বা বহুমুখী যোগাযোগে মূল ভূমিকা পালন করে। দেশের বাইরে পশ্চিমবঙ্গ ও আন্দামানেও 'স্বাবলম্বী'র নিয়মিত পাঠক আছেন। যারা পত্র দিয়ে মতামত প্রদান করেন ও তাদের দেশের পত্রিকা বিনিময় করে থাকেন। অন্যান্য দেশ যেমন বৃটেন, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও জার্মানীতেও অনিয়মিত পাঠক আছেন। দেশের অনেক সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র ছাত্রীগণ 'স্বাবলম্বী'র বিভিন্ন প্রবন্ধ, নিবন্ধ, রচনা ও তথ্যাবলী তাদের গবেষণা কাজে ব্যবহার করে থাকেন। রজতজয়ন্তীতে 'স্বাবলম্বী' দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলুক, এর মাধ্যমে আমরা জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আমাদের অবদান আরো গতিশীল করি এটাই আমাদের কাম্য।

'স্বাবলম্বী'
২৪শ বর্ষ।। ৪র্থ সংখ্যা।। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০২ (প্রকাশিত)

স্বাস্থ্য বার্তা

গর্ভকালীন বিষণ্নতায় করণীয়

ভালো থাকুন

ডা. তাইয়েব ইবনে জাহাঙ্গীর, মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

প্রেগন্যান্সি বা গর্ভকালে বেশির ভাগ নারীই নানা ধরনের মানসিক চাপ বোধ করেন। তাদের মধ্যে অস্থিরতা বাড়ে, কখনো কখনো বিষণ্নতায় ভোগেন তারা। একাধিক আন্তর্জাতিক গবেষণায় দেখা গেছে, গর্ভাবস্থায় ১৪ থেকে ২৩ শতাংশ নারীর মধ্যে বিষণ্নতার বিভিন্ন লক্ষণ থাকে। বেশীর ভাগ সময়ই গর্ভাবস্থায় বিষণ্নতার এসব লক্ষণকে হরমোনের তারতম্যজনিত স্বাভাবিক সমস্যা বা মুডের ওঠা নামা মনে করা হয়। কিন্তু এ সময়ে বিষণ্নতা রোগ মা ও তার অনাগত শিশুর জন্য মারাত্মক ক্ষতি বয়ে আনতে পারে।

কীভাবে বুঝবেন

বেশির ভাগ সময় মন খারাপ থাকা; অল্পতেই মনোযোগ হারানো; সাধারণ জিনিস ভুলে যাওয়া যেসব কাজ বা বিনোদন আগে ভালো লাগতো, সেগুলো ভালো না লাগা; মেজাজ খিটখিটে হওয়া; কাজকর্মে আগ্রহ না থাকা বা আগ্রহ কমে যাওয়া; অতিরিক্ত ঘুম বা ঘুম খুব কমে যাওয়া; খেতে না চাওয়া বা অনেক বেশী খেতে চাওয়া; প্রায়ই অস্থিরতা অনুভব করা; পরিবারের সদস্য বা আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বা যোগাযোগ কমিয়ে দেওয়া; প্রায়ই কান্নাকাটি করা, নিজেকে ব্যর্থ বা দোষী মনে করা; মৃত্যু নিয়ে চিন্তা বা ভয়; আত্মহত্যার চিন্তা ইত্যাদি।

কেন হয়

যেসব কারণে গর্ভাবস্থায় বিষণ্নতা রোগ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে, সেগুলো হলো দাম্পত্য কলহ, পরিবারের সদস্য বা নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি, আগের কোনো বিষণ্নতা রোগ থাকা, মানসিক চাপে থাকা, প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ না পাওয়া, অন্য রোগের প্রভাব, কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ইত্যাদি।

জটিলতা

- গর্ভাবস্থায় বিষণ্নতার কারণে মানসিক সমস্যার পাশাপাশি নানা শারীরিক সমস্যাও হতে পারে।
- সঠিক সময়ের আগে শিশুর জন্ম হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে।
- গর্ভের শিশুর ঠিকমতো বেড়ে ওঠায় ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
- এমনকি জন্মের পরও শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশ কমে যেতে পারে।

প্রতিকার

- লক্ষণ দেখে দ্রুত রোগ শনাক্ত করা প্রয়োজন। এ অবস্থায় পরিবারের সমর্থন দিতে হবে।
- মা যেন পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে পারেন। সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।
- পুষ্টিকর খাবার ও প্রয়োজনীয় ঘুমের সুযোগ দিতে হবে।
- মায়ের ছোট ছোট ইচ্ছা প্রাধান্য দেওয়া, তার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা। বিনোদনের ব্যবস্থা, যেমন কোথাও ঘুরতে নিয়ে যাওয়া, বই পড়তে দেওয়া উচিত।
- পর্যাপ্ত আলো- বাতাস ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের ব্যবস্থা করতে হবে।
- প্রয়োজনে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।
- গর্ভাবস্থায় মায়ের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা জরুরি। পরিবারের সবার এদিকে খেয়াল রাখা উচিত।

সূত্রঃ প্রথম আলো

শুকিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের বড় ছয় নদী

সিএনএন

অপ্রতুল বৃষ্টি এবং টানা খরায় যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের নদীগুলো ক্রমাগত শুকিয়ে যাচ্ছে। অনেক নদ-নদী আবার সংকুচিতও হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হুমকির মুখে থাকা বিশ্বের ছয়টি নদীর ছবি তোলা হয়েছে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। সেখানেই উঠে এসেছি নদীগুলোর কঙ্কালসার চিত্র।

কলোরাডো নদী

যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক সময়ে তীব্র দাবদাহ বয়ে যাচ্ছে। দেখা দিয়েছে খরার মতো পরিবেশ বিপর্যয়। ভবিষ্যতে এ খরা কমারও

কোনো লক্ষণ নেই। খরায় কলোরাডো নদী আশংকাজনকভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে। কলোরাডো নদী সংকটের পরিণতি ব্যাপক। যুক্তরাষ্ট্রের সাতটি অঙ্গরাজ্য ও মেক্সিকোর প্রায় চার কোটি মানুষ পানীয়, কৃষি ও বিদ্যুতের জন্য এ নদীর পানির ওপর নির্ভরশীল।

ইয়াংজি নদী

এশিয়ার অন্যতম নদী চীনের ইয়াজিং খুব দ্রুত শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে ইয়াংজির উপনদীগুলোতেও এর প্রভাব পড়েছে। সম্প্রতি চীন গত ৯ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো দেশব্যাপী খরার সতর্কতা ঘোষণা করেছে এবং দেশটির তাপপ্রবাহ ছয় দশকের

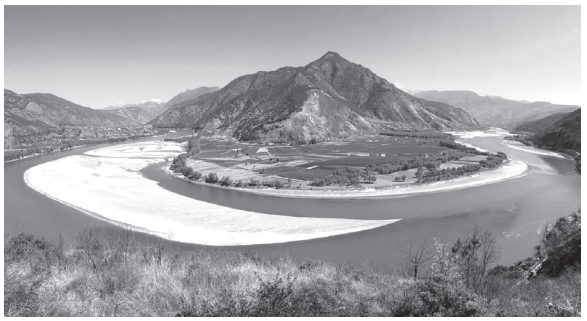

মধ্যে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে চলছে। ইয়াংজি নদী শুকানোয় এর আশপাশের অঞ্চলগুলোয় ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। সম্প্রতি এ নদীর পানিপ্রবাহ কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদনও কমে গেছে, যার কারণে সেখানকার কর্তৃপক্ষ কারখানাগুলোকে ছয় দিন উৎপাদন বন্ধ রাখতে বলতে বাধ্য হয়েছে।

রাইন নদী

রাইন সুইস পর্বত থেকে প্রবাহিত হয়ে জার্মানি ও নেদারল্যান্ডসের মধ্যে দিয়ে উত্তর সাগরে পড়া একটি নদী। জার্মানির এ নদী ইউরোপীয় অঞ্চলে পণ্য পরিবহনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ

চ্যানেল। কিন্তু বর্তমানে এ পথে জাহাজ চালানো দু:স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। পানি কমায় রাইন নদীর তলদেশ ভেসে উঠেছে।

পো নদী

পো নদীটির উৎপত্তিস্থল ইতালি, যা পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে আদ্রিয়াটিস সাগরে গিয়ে পড়েছে। এখন পো নদীর রূপ পাল্টে

গেছে। ইতালির উত্তরাঞ্চলে সাত দশক ধরে সবচেয়ে খারাপ খরায় পড়েছে। ফলে এটি এতটাই শুকিয়ে গেছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ের একটি বোমা সম্প্রতি পাওয়া গেছে নদীটির তলদেশে।

লয়ার নদী

নদীটি প্রায় ৬০০ মাইলজুড়ে বিস্তৃত। ফ্রান্সের শেষ নদী, যেটি বনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নদীটি সমগ্র উপত্যকায়

জীববৈচিত্র্য-বাস্তুতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখেছে। নদীর কিছু অংশ মোটামুটি অগভীর হয়ে পড়েছে। কিছু অংশ বৃষ্টির অভাবে ও দাবদাহে এতটাই শুকিয়ে গেছে যে মানুষ হেঁটে নদী পাড়ি দিতে পারে।

দানিয়ুব নদী

দানিয়ুব ইউরোপের দীর্ঘতম নদী এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ শিপিং চ্যানেল, যা ১০টি দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। নদীর পানি

কমে যাওয়ায় কিছু পর্যটকবাহী জাহাজ হাঙ্গেরিতে পৌঁছাতে নদীর কিছু অংশ অতিক্রম করতে পারছে না।

সূত্র: প্রথম আলো

‘পরিবেশ বান্ধব জ্বালানির জন্য কৃত্রিম সূর্য’ আবিষ্কার

নিউইয়র্ক পোষ্ট

দক্ষিণ কোরিয়ার পদার্থবিদেরা পরিবেশ বান্ধব বা নিরাপদ পারমাণবিক শক্তির একটি কৃত্রিম উৎস আবিষ্কার করেছেন। শক্তিশালী পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে এটা করা হয়েছে, যা সূর্যের চেয়ে সাত গুণ বেশি তাপ উৎপন্ন করেছে। বিশ্বজুড়ে পরিবেশবান্ধব জ্বালানির তীব্র সংকটের মুখে তাঁদের এ আবিষ্কারকে তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। এটাকে অনেকে ‘কৃত্রিম সূর্য’ আবিষ্কার হিসেবেই দেখছেন।

দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিও কোরিয়া ইনস্টিটিউট অব ফিউশন এনার্জির বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, কোরিয়া সুপারকন্ডাক্টিং তোকামাক অ্যাডভান্সড রিসার্চ (কেএসটিএআর) নামে একটি পারমাণবিক চুল্লি (রিঅ্যাক্টর) ৩০ সেকেন্ড সময়ের মধ্যে ১০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রায় পৌঁছায়। এটা মাইলফলক, যা প্রথমবারের মতো এমন ঘটনা ঘটেছে।

কেএসটিএআর পারমাণবিক চুল্লি উত্তপ্ত হয়ে অত্যাধিক তাপমাত্রা সৃষ্টির ঘটনার একটি ভিডিও গত শুক্রবার ইউটিউবে শেয়ার করা হয়। ‘সায়েন্স অ্যালার্ট’ নামে একটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে এটি আপলোড করা হয়েছে।

ভিডিওটির ক্যাপশনে বলা হয়েছে, কেএসটিএআর চুল্লিটি ২৪ সেকেন্ডের মধ্যে এই আয়ন তাপমাত্রা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। নিউইয়র্ক পোষ্ট এর প্রতিবেদনে বলা হয়। আসল সূর্যের কেন্দ্রের তাপমাত্রা দেড় কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে। নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে তাপ উৎপাদনের মতোই তাপমাত্রা পেতে এর প্রক্রিয়াকে কৃত্রিমভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা। এ বছরের শেষ নাগাদ ১০ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ৫০ সেকেন্ড ধরে রাখতে চান বিজ্ঞানীরা। ২০২৬ সাল নাগাদ তাঁদের লক্ষ্য হচ্ছে কৃত্রিম সূর্যের তাপমাত্রা ৩০০ সেকেন্ড বা ৫মিনিট পর্যন্ত ধরে রাখা। ধীরে ধীরে তা বাড়ানো, যাতে করে পরিবেশবান্ধব শক্তি পাওয়া যেতে পারে। এতে করে জ্বালানি সংকটও দূর করা সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীরা তাঁদের গবেষণায় জানিয়েছেন।

সূত্র: প্রথম আলো

ক্লাউড সেবা কী? কেন ব্যবহার করবেন

ক্লাউড সেবা কী?

ক্লাউড হলো ইন্টারনেট ব্যবহার করে ওয়েব সার্বারে তথ্য ও প্রোগ্রাম সংরক্ষণ। অনলাইনে থাকা এসব ফাইল যখন তখন ইচ্ছেমতো খোলার সুবিধা থাকে। নিজের হার্ডডিস্ক ড্রাইভে ফাইল জমা রাখলে সেটা হবে স্থানীয় সংরক্ষণ। ঠিক একই কাজে ড্রপবক্স বা গুগল ড্রাইভের মতো অনলাইনের কোনো সুবিধা ব্যবহার করলে তা হবে ক্লাউডভিত্তিক সংরক্ষণ।

যাঁরা ইন্টারনেট ব্যবহার করছেন, তাঁরা কোনো না কোনভাবে ক্লাউডও ব্যবহার করছেন। জেনে বা না জেনে। যারা স্মার্টফোন ব্যবহার করেন, তাঁদের বেশির ভাগেরই একটা গুগল অ্যাকাউন্ট আছে, যেখানে তাঁদের ই-মেইল, ছবি, ভিডিও সবকিছু থাকে। বেশির ভাগ মানুষ বিনা মূল্যে ক্লাউড সার্ভিস ব্যবহার করছেন। যাঁরা বড় বা বেশি আকারে তথ্য সংরক্ষণ করতে চান, তাঁরা পয়সা গুনে ক্লাউড সেবা ব্যবহার করেন। যে যেভাবেই করুন না কেন, সবই কিন্তু ক্লাউড সেবা। আপনি যে ফেসবুক ব্যবহার করে ছবি ও ভিডিও দিচ্ছেন, সেগুলোও কোনো না কোনো ক্লাউড সার্ভারে জমা হচ্ছে। কাজেই আমরা যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করছি, তারা কোনো না কোনোভাবে ক্লাউডসেবা ব্যবহার করছি। অর্থাৎ ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের সুবিধা নিচ্ছি।

ক্লাউডসেবার সুবিধা

যেকোনো সময় সার্ভার বা হার্ডডিস্ক নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ জন্য ব্যাকআপসহ অনেক কিছু করতে হয়। বেশির ভাগ ছোট প্রতিষ্ঠানই এ খরচ শুরুতে করতে পারে না। এ জন্য তারা মাঝেমধ্যে বিপদে পড়ে। এ ক্ষেত্রে তারা যদি ক্লাউডসেবা ব্যবহার করে, তাহলে তারা একটা নিরাপদ জায়গায় বিভিন্ন তথ্য রাখতে পারবে। ক্লাউডে তথ্যগুলো নিরাপদে থাকে, রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও কোনো চিন্তা করতে হয় না। ফলে ছোট ও মাঝারি অনলাইন ভিত্তিক উদ্যোক্তাদের জন্য এ সেবা বেশ সহায়ক।

আমাদের দেশের কয়েক হাজার রপ্তানি পোশাক কারখানা রয়েছে। তারা কিন্তু প্রচুর ডেটা ভিত্তিক কাজ করে এবং মাঝেমধ্যে নানা সমস্যার কারণে তাদের তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের কাছে যেতে হয়। পোশাক কারখানাগুলো যদি ভালো ক্লাউডসেবা ব্যবহার করে, তাহলে তাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। একই সঙ্গে অনেক বেশী নিরপাদ থাকবে ডেটাগুলো। এখানে একটা কথা বলে রাখি, সব সেবায়ই তো একটু ঝুঁকি থাকে। তবে ক্লাউডসেবার ঝুঁকি কমই বলা যায়।

ধরুন একজন নতুন একটা ব্যবসা শুরু করতে চান। তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসা বা ই-কমার্সের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করতে চান। ব্যবসার তথ্য সংরক্ষণের জন্য তারা অবকাঠামো তৈরি করতে যে খরচ হবে, তা ক্লাউডের তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু ক্লাউডে অল্প খরচে এই সেবা পাওয়া যায়।

নতুন উদ্যোক্তারা ক্লাউডসেবা নিয়ে নতুন ব্যবসা শুরু করতে পারেন কোনো চিন্তা ছাড়াই। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে একাধিক সার্ভারের প্রয়োজন হয়। এসব সার্ভার বিভিন্ন বিভাগের জন্য আলাদা সেবা দিয়ে থাকে। প্রতিটির জন্য আলাদা সফটওয়্যার থাকে। এসব সফটওয়্যারকে বিভিন্ন সার্ভারের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। অনেক সময় সার্ভারগুলোতে বিভিন্ন কারনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। সার্ভার নষ্টও হয়ে যেতে পারে। তখন সেগুলো থেকে কোনো কাজ পাওয়া সম্ভব নয়, যতক্ষণ না সেগুলো ত্রুটিমুক্ত হয়। এখন বড় প্রতিষ্ঠানগুলো সব সফটওয়্যার ক্লাউডে রাখছে। এর ফলে কোনো কিছু নষ্ট হওয়ার আশংঙ্কা কমে যাচ্ছে। ফলে সার্ভার ক্রাশ করলেও ডেটা নষ্ট হয় না। কারন ক্লাউড এর ডেটা নানা জায়গায় রাখার সুযোগ রয়েছে।

ক্লাউডসেবায় নির্ভরশীলতা বাড়ছে

দিন দিন ক্লাউডের প্রতি মানুষের নির্ভরশীলতা বাড়ছে। ক্লাউডের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ছে। ধরা যাক, একটা অফিস বা বাসায় সিসি ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা আছে। এই সিসি ক্যামেরা ক্লাউডে থাকলে আপনি কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে বসেও এর ছবি দেখতে পাবেন। একই সঙ্গে এর অসীম (আনলিমিটেড) ডেটা আপনি জমা রাখতে পারবেন। ফলে সিসি ক্যামরার কার্যকারিতা বেড়ে গেল। একই সঙ্গে তথ্যের স্থায়িত্বও অনেক বাড়বে।

ক্লাউডে কোনো কিছু রাখলে তার রক্ষণাবেক্ষণের খরচ অনেক কম। তাই নিজের সার্ভারে রাখার চেয়ে ক্লাউডে রাখা খরচের দিক দিয়ে তুলনামূলক অনেক কম। কারিগরি দিক নিয়েও আপনি চিন্তামুক্ত থাকতে পারছেন ক্লাউডে কোনো তথ্য রাখলে। এ জন্য ক্লাউডের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। কারণ, খরচ অনেক কম।

ক্লাউডের ঝুঁকি

ক্লাউডের কিছু ঝুঁকি বা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ক্লাউডের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ইন্টারনেটের গতি। গতি বেশি না থাকলে ক্লাউডে নির্ভর করা যাবে না। মানুষের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তাও কাজ করে। আপনার তথ্যের দায়িত্ব আপনি আরেকজনকে দিচ্ছেন। এখানে যে তথ্য ফাঁস হবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? আপনার ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে হয়তো কারও কোনো আগ্রহ নেই। রাষ্ট্রীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক অনেক তথ্য আছে, যা গুরুত্বপূর্ণ। কেউই চাইবে না, এগুলো অন্য কারও কাছে চলে যাক। সেই সব ডেটা নিজের কাছেই রাখা উচিত। কিছু ডেটা কখনোই পাবলিক ক্লাউডে রাখা উচিত নায়। ধরুন, আমাদের জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য। এটা কখনোই অন্যের কাছে রাখা উচিত নয়।

সূত্র: প্রথম আলো

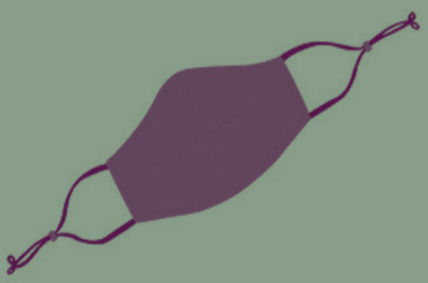

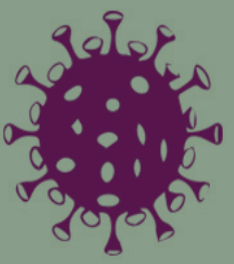

❒ **ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। সচেতনতার মাধ্যমেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব :**

- বাড়ির আশেপাশে ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার ও খোলাপাত্রে পানি জমতে দিবেন না। তিনদিনের বেশী জমা পানি ফেলে দিন।
- কোনভাবেই নির্মাণাধীন ভবন, ফুলের টব, অ্যাকুরিয়াম, ফ্রিজ, এসি, ডাবের খোসা, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের কৌটা, বোতল বা অন্য কোন জায়গায় পানি জমতে দেওয়া যাবে না।
- প্রতিটি বাড়ি, অফিস-আদালত ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আশেপাশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এছাড়াও বাজার, রাস্তাঘাট সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। এতে মশার বংশবৃদ্ধি হ্রাস পাবে।
- ডেঙ্গু প্রতিরোধে ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করুন।

❒ **করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি রোধে করণীয় :**

- নিয়মিত মাস্ক পরি করোনামুক্ত থাকি।
- ঘন ঘন দুই হাত সাবান পানি দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড যাবত পরিষ্কার করুন।
- যেখানে সেখানে কফ ও থুতু ফেলবেন না। হাত দিয়ে নাক, মুখ ও চোখ স্পর্শ থেকে বিরত থাকুন।
- হাঁচি-কাশির সময়ে টিস্যু অথবা কাপড় দিয়ে বাহুর ভাঁজে নাক-মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহৃত টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার পাত্রে ফেলুন ও হাত পরিষ্কার করুন।
- করোনা ভাইরাসের কোভিড-১৯ এর লক্ষণসমূহ: জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট।

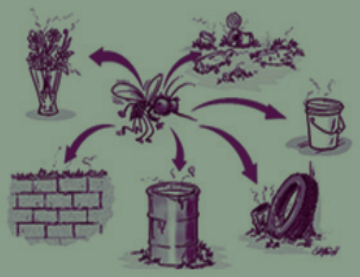

❒ **নিরাপদ পানি ও পয়:নিষ্কাশন সংক্রান্ত বার্তা :**

- মানুষের মল থেকে ৬০টির বেশি রোগ ছড়ায়। ডায়রিয়া ও কলেরা বিস্তারের প্রধান কারণ এই মল।
- অপ্রতুল স্যানিটেশনজনিত কারণে শিশুর পুষ্টি গ্রহণ ক্ষমতা এবং শারীরিক বৃদ্ধি হ্রাস পায়।
- আর্সেনিক দূষিত টিউবওয়েলের পানি পান ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা যাবে না।
- আপনার নলকূপের পানি আর্সেনিক দূষণে দূষিত কিনা তা স্থানীয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (DPHE) বা আর্সেনিক বিষয়ে সম্পৃক্ত যে কোন এনজিও থেকে পরীক্ষা করে নিন।
- স্কুলের টয়লেট ও টিউবওয়েলের প্লাটফর্ম পরিষ্কার রাখুন।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রিজওয়ান আহমেদ। মো: ইয়াকুব হোসেন, নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক), বি-৩০ এখলাস উদ্দিন খান রোড আনন্দপুর, সাভার, ঢাকা, ফোন ঃ ০২২২৩৩৭১২১৬, ০২২২৩৩৭১২১৭, ০২২২৩৩৭১২১৮, ই-মেইল ঃ verc@bangla.net, ওয়েবসাইট : www.vercbd.org থেকে প্রকাশিত ও সৌরভ মিডিয়া প্রোডাক্টস, ১৮ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। মূল্য: ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র।